NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ এসআইআর আতঙ্ক, বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য লম্বা লাইন পুরসভায়

আজাদ হিন্দ ফৌজকে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তুলনা, সুকান্তর তোপে ব্রাত্য ৩

কলকাতা ২ নভেম্বর ২০২৫ ১৫ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.11.2025, Vol.19, Issue No. 141, 8 Pages, Price 3.00

হর মন কি বাত চাক দে ইন্ডিয়া

স্বপ্ন-নীল চোখে অপেক্ষা শুধু ইতিহাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক নতুন ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে নামছে হরমনপ্রীত কৌরদের দল। ভারতীয় মেয়েরা আজ পর্যন্ত কখনও এই অধরা মাধুরী স্পর্শ করতে পারেনি। তাই গোটা দেশজুড়ে এখন একটাই প্রতীক্ষা, এবার কি সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসবে, যখন ভারতীয় প্রমীলা ব্রিগেডের হাতেই উঠবে বিশ্বকাপের শিরোপা। আসমুদ্র হিমাচলের 'মন কি বাত'- চাক দে ইন্ডিয়া।

গত এক বছরে মহিলা ক্রিকেটে ভারতের ধারাবাহিক উন্নতি নজর কেড়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছনোই তার প্রমাণ। বিশেষ করে সেমিফাইনালে জেমাইমা রডরিগেজের অপরাজিত ১২৭ রানের ইনিংস ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে নতুন করে আশা জাগিয়েছে। রাজধানী দিল্লি থেকে মুম্বই, কলকাতা থেকে চেন্নাই, দেশের প্রতিটি কোনায় এখন আলোচনার কেন্দ্র একটাই- হরমনপ্রীতরা কি পারবে তেরঙা ইতিহাস গড়তে? সাধারণ ক্রিকেটভক্ত থেকে প্রাক্তন খেলোয়াড়, সবাইয়ের চোখ এখন ফাইনালের দিকে।

কলকাতার কলেজছাত্রী রিয়া চৌধুরী বলেন, 'ছেলেরা যেমন ২০২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল, মেয়েরাও এবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করুক, এটাই আমাদের প্রার্থনা।' কলকাতার স্কুলশিক্ষিকা চৈতালি সেন বললেন, 'মেয়েরা আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেটা সত্যিই গর্বের। জিতুক বা হারুক, ওরা আমাদের চোখে ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন।' গোয়ার কলেজছাত্রী অনন্যা মেহতাব কথায়, 'জেমাইমার ইনিংসটা দেখার পর থেকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি, এবার ট্রফি ভারতেরই হবে।' এক ক্রিকেটপ্রেমী সুনীল রমেশ তো বলেই ফেললেন, 'আমার মেয়ে হলে, ভাবছি তার নাম রাখব জেমাইমা।'

আর প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক মিতালি রাজ জানিয়েছেন, 'এই দলের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস আছে, যা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য দরকার। স্মৃতি মান্ধানা এবং জেমাইমা রডরিগেজ দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। সঙ্গে ক্রান্তি গৌড় ও দীপ্তি শর্মার মতো বোলাররা ম্যাচের মোড় ঘোরানোর ক্ষমতা রাখে।' তবে চ্যালেঞ্জ কম নয়। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা এই মুহূর্তে দুরন্ত ফর্মে আছে। তাদের অধিনায়ক লরা উলভার্ট এ পর্যন্ত সর্বাধিক রান সংগ্রাহক। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ১৬৯ রানের ইনিংসই দলকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছে। ভারতীয় বোলারদের তাই বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। অন্য দিকে, আবহাওয়ার ভূমিকাও চিন্তা বাড়াচ্ছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে, যদি খেলা না হয়, ট্রফি যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে, কারণ গ্রুপ পর্বে তারা ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল। তবু এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে গোটা ভারত। সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন্ড করছে হ্যাশট্যাগ #JeetegaIndia #WomenInBlue।

ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বাস, দেশের মেয়েরা এবার পারবেন। 'যে মেয়েরা কখনও হার মানতে শেখেনি, তারাই এবার আমাদের গর্বের কারণ হবে,' বললেন প্রাক্তন পেসার ঝুলন গোস্বামী। দীর্ঘ দিনের অপেক্ষা, ত্যাগ, পরিশ্রম আর স্বপ্ন, সব মিলিয়ে এই ফাইনাল কেবল একটি ম্যাচ নয়, বরং এক প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। দেশের কোটি মানুষের চোখ এখন তাই হরমনপ্রীতদের দিকে- অর্ধেক আকাশে কি লেখা হবে স্বপ্নপূরণের ইতিহাস?

রবিবাসরীয় মহারণের আগে কাপ-সহ ফোটো সেশনে দুই দলের অধিনায়ক।

আবেগের যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বৃষ্টিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার এক নভেম্বর। আবার এক ফাইনাল। ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের সেই কালো স্মৃতি এখনও সকল ক্রিকেট সমর্থকদের মনে টাটকা। এবার আবার নভেম্বরেই রয়েছে মেয়েদের একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল। তবে এবার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, ছেলেরা যাদের হারিয়ে ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল। এবার পালা মেয়েদের। তারিখটাও জন্ম দিচ্ছে এক অন্য আশাবাদের। ১৯৮৩-র ২৫ জুনের সুখস্মৃতি আরবসাগরের তীরে মায়াবী রাত হয়ে ফিরে এসেছিল ২০১১-র ২ এপ্রিল। এবারের ক্যালেন্ডারের পাতাও দেখাচ্ছে, মায়ানগরের মাটিতে হরমনদের বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লড়াই- ২ নভেম্বর।

দুই দলেই রয়েছে তারকায় ভরা শক্তিশালী ব্যাটিং ও বোলিং লাইন-আপ। ভারতের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমি মোটেও হালকা প্রতিপক্ষ মনে করছি না। গত কয়েক বছরে মহিলা ক্রিকেটে যদি কোনও দল সবচেয়ে বেশি উন্নতি করে থাকে, তা নিঃসন্দেহে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তারাই ছিল ফাইনালিস্ট। এবারে গুয়াহাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মাত্র ৭০ রানে অলআউট হয়েছিল তারা। কিন্তু সেই একই ইংল্যান্ডকেই পরে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে, এটাই প্রমাণ করে তাদের লড়াইয়ের মানসিকতা কতটা দৃঢ়। তাই আমি বলব, ফাইনালের প্রতিযোগিতা আরও জমে উঠবে।

সেমিফাইনালের নায়িকা জেমাইমা রডরিগেজ সম্বন্ধে ঝুলন বললেন, 'জেমাইমা সম্পর্কে বলতে গেলে, আমরা জানি সে খুব প্রাণবন্ত মেয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সবসময় সক্রিয় থাকে, দলে মজার পরিবেশ তৈরি করে; কখনও গান গায়, কখনও গিটার বাজায়, আবার সবার সঙ্গে মজা করে সময় কাটায়। কিন্তু তার ভেতরেও যে চাপ ও উত্তেজনা কাজ করে, তা বোঝা গেল বুধবারের ম্যাচ শেষে। মজার ব্যাপার হল, জেমাইমা একসময় হকি খেলত। বান্দ্রার এক মিশনারি স্কুলে সে ছিল হকি দলের অধিনায়ক। সেখান থেকে ক্রিকেটে আসা তার পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ মুম্বইয়ে ক্রিকেটে জায়গা পাওয়াটা অত্যন্ত কঠিন, এমনকী অনুশীলনের জন্য মাঠ পাওয়াও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবু নিজের পরিশ্রম ও প্রতিভায় জেমাইমা আজ ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করেছে।'

বলাই বাহুল্য, ফাইনাল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুখোমুখি লড়াই। প্রথমেই নজর থাকবে ভারতের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার দিকে। এ পর্যন্ত আট ম্যাচে ৩৮৯ রান করে তিনি দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালকিন। তাঁর ব্যাটে ঝড় উঠলেই ভারতের জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তবে ফাইনালে তাঁকে সামলাতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়ঙ্কর পেসার মারিজান কাপকে। আট ম্যাচে ১২ উইকেট নেওয়া এই বোলার সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং ধসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে মান্ধানা বনাম কাপ, এই লড়াই হবে ফাইনালের প্রথম বড় আকর্ষণ। অন্য দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। সেমিফাইনালে একাই ১৬৯ রানের ইনিংস খেলে দলের জয়ের ভিত গড়েছেন তিনি। বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৪৭০ রান তাঁর দখলে। তাঁকে থামানোর দায়িত্ব ভারতের গতিময় পেসার ক্রান্তি গৌড়ের কাঁধে। ক্রান্তি এ পর্যন্ত ৯ উইকেট নিয়েছেন এবং সেমিফাইনালে অ্যালিসা হিলিকে আউট করেছিলেন।

তাই উলভার্ট বনাম ক্রান্তির সংঘর্ষও ম্যাচের মোড় ঘোরাতে পারে।

এদিকে, মহারাষ্ট্রে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। বজ্রপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। অ্যাকুওয়েদার জানাচ্ছে, শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৮৬ শতাংশ। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬৩ শতাংশ। বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫০ শতাংশেরও বেশি। রবিবার যদি খেলা না হয়, সেক্ষেত্রে আইসিসি একটা রিজার্ভ ডে রেখেছে। সেক্ষেত্রে ৩ নভেম্বর, সোমবার ফের হবে ফাইনাল। এদিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৫ শতাংশ। প্রশ্ন হল, দু'দিনই যদি বৃষ্টিতে খেলা পরিত্যক্ত হয়, তা হলে কাদের হাতে উঠবে বিশ্বকাপ ট্রফি? উত্তর হল দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ, গ্রুপ পর্বে ভারতের থেকে এগিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অর্থাৎ, ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের প্রতিপক্ষ বৃষ্টিও।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু জামালপুরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: এবার এসআইআর আতঙ্কে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে নবগ্রাম এলাকার এক বাসিন্দার মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য।

এসআইআর লাগু হওয়ার পর থেকে দিকে দিকে মৃত্যুর খবর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাদ গেল না পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর। এবার এসআইআর আতঙ্কে জামালপুরের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে তামিলনাড়ুর তানজিবুর জেলার ওরাতান্দু পাটুকুটা এলাকায় ধানরোয়ার কাজে গিয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত আজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবগ্রাম ওডিশাপাড়ের বাসিন্দা বিমল সাঁতরা সেখানেই ধানকাটার কাজ করছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই সেখানে কাজ বন্ধ থাকায় বাড়ি আসবেন বলে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তারপরেই বাংলায় লাগু হয় এসআইআর। তারপরই শুরু হয় চিন্তা। সব কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, কিভাবে বাড়ি ফিরবেন সেই নিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন তিনি। স্থানীয় মানুষজন তাকে তামিলনাড়ুর তাঞ্জিবুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

মৃতর ছেলে বাপি সাঁতরা বলেন, 'বাবা যখন থেকে শুনেছেন এসআইআর-এর কথা তবে থেকেই শুধু চিন্তায় ছিলেন কি হবে না হবে। সেই চিন্তা থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।' তার পরেই হাসপাতালে মৃত্যু বলে দাবি করেন তিনি।

যদিও ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় সাধারণ অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে, কোনও আতঙ্ক নয়। তৃণমূল আতঙ্ক ছড়াচ্ছে মানুষের মধ্যে, ভয় পাবেন না। জামালপুর মন্ডলের সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল আরও দাবি করেন তৃণমূল এবার শ্মশানে গিয়ে বসে থাকবে কারুর মৃত্যু হলেই বলবে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু।

'গণতন্ত্রের পাহারায়' মিছিল

মঙ্গলেই রাজপথে মমতা-অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা পর্যালোচনা বা এসআইআর প্রক্রিয়া। সেই দিনেই রাজপথে দৃপ্ত পায়ে নামবে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ ডক্টর বিআর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে বিশাল মিছিলের সূচনা হবে, গন্তব্য জোড়াসাঁকো। মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের বক্তব্য, এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হল গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং বিজেপির বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া।

সকাল থেকেই শহরের নানা প্রান্ত থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা রেড রোডে সমবেত হবেন। নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুলিশ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এক শীর্ষ তৃণমূল নেতা বলেছেন, 'যেদিন থেকে বুথ অফিসাররা মানুষজনের বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করবেন, ঠিক সেই দিনই আমরা মানুষের মাঝে নামব, গণতন্ত্রের পাহারাদার হয়ে।'

রাজনৈতিক মহলে মত, শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং দলীয় অভিযোগপত্রের পটভূমিতে এই মিছিল নিছক প্রতীকী নয়, বরং তা হবে রাজনৈতিক বার্তায় ভরপুর এক প্রদর্শন। তৃণমূলের আশঙ্কা, ভোটার তালিকা সংশোধনের অজুহাতে বহু প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। সম্প্রতি দলের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, আগামী ছয় মাস দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, 'বুথে বুথে চোখ খোলা রাখতে হবে, যাতে একটি প্রকৃত ভোটারের নামও বাদ না যায়।' বুথ প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি সতর্কবার্তা দিয়েছেন, কাজে গাফিলতি চলবে না, বিএলওদের পাশে থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করতেই হবে। রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রথম দিনেই মুখ্যমন্ত্রী ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি রাস্তায় নামা নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, শনিবার দুপুরে হাওড়াতে একটি দলীয় কর্মসূচিতে এসে বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'উনি রাস্তায় নামছেন, কিন্তু কার জন্য নামছেন! যারা ভারতীয় নয় তাদের জন্য। বিজেপি কেন নির্বাচন কমিশন কখনই বে নি, যারা এই দেশে হিন্দু নাগরিক বা মুসলিম নাগরিক এসআইআর হলে তাদের কারোর নাম কাটা যাবে।

বিএলওদের ভীতি প্রদর্শন

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে ফের রাজনৈতিক উত্তাপ। বুথ লেভেলের অফিসার বা বিএলওদের উদ্দেশে 'ভয় দেখানো'র অভিযোগে এবার নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ দায়ের করেছে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরূপ বিশ্বাস কমিশনের উদ্দেশে বিস্তারিত চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, শুভেন্দুর এমন মন্তব্য প্রশাসনিক কর্মীদের নিরাপত্তা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

অরূপ বিশ্বাস জানান, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে বিরোধী দলনেতা যে মন্তব্য করেছেন, তা একপ্রকারের ভয় প্রদর্শন।' তাঁর কথায়, এই ধরনের আচরণ নির্বাচনী আচরণবিধি ও আইন লঙ্ঘনের সমান, এবং যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে অবাধ ও বিশ্বস্ত নির্বাচন সম্ভব হবে না। তৃণমূলের দেওয়া অভিযোগপত্রে শুভেন্দুর বক্তব্যের ভিডিও ও তথ্য সংযুক্ত করে কমিশনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমের সামনে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন যে, বিহারে বেশ কয়েকজন বিএলও এখনো জামিন পাননি, এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মকর্তাদের একই পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে। তাঁদের মতে, এই মন্তব্য সরাসরি হুমকি এবং সরকারি কর্মচারীদের ভয় দেখানোর শামিল। তৃণমূল কমিশনের কাছে তিনটি পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা দায়েরের নির্দেশ, নির্বাচনী কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক নির্দেশিকা প্রকাশ, এবং সকল রাজনৈতিক দলকে আইন অনুযায়ী সতর্ক করার জন্য একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি। কমিশনের ঘোষণামতে, আগামী ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হতে চলেছে। বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও আপলোডের দায়িত্বে থাকবেন। তার আগেই এই বিতর্ক ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন তরঙ্গ।

একাদশীর জমায়েতে পদপিষ্ট, অন্ধ্রে মৃত অন্তত ১২

অমরাবতী, ১ নভেম্বর: একাদশীর ভিড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার কাসিবুগ্গায় বেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে শনিবার একাদশী উপলক্ষে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। পদপিষ্টকাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নায়ডুর সরকার। অন্ধ্রপ্রদেশের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুরা। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।

একাদশীতে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। শয়ে শয়ে ভক্ত পুজো দিতে গিয়েছিলেন। অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। সমাজমাধ্যমে ঘটনাস্থলের একাধিক ছবি এবং ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে।

নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, বিক্ষোভ বিএলওদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শনিবার অনুষ্ঠিত বুথ স্তরের কর্মীদের (বিএলও) প্রশিক্ষণের আসরে শিক্ষকদের উদ্বেগের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচির নতুন ধাপে মাঠে নামার আগে বিএলওরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ডিউটির সুস্পষ্ট নিয়ম চেয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন।

একজন মহিলা শিক্ষক বলেন, 'সারাদিন স্কুলের কাজের পর রাতবেলা তথ্য সংগ্রহে বিড়ম্বনা। সন্ধ্যার পরে বাড়ি বাড়ি ঘোরার সময় কে দায়িত্ব নেবে, দুর্ঘটনা ঘটলে?'

অনেকে সরাসরি জানিয়ে দেন, নির্দিষ্ট অন-ডিউটি নির্দেশিকা ও নিরাপত্তা ছাড়া মাঠে নামবেন না। তাঁদের যুক্তি, এই জটিল কাজকে শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে না, বাস্তব নিরাপত্তা প্রস্তুতির সংস্থান জরুরি।

কর্মীদের দাবির সঙ্গে উঠে এসেছে আরও এক বিষয়, সংবেদনশীল অঞ্চলে বাহিনী মোতায়েন ও প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস জরুরি। তাঁদের বক্তব্য, কমিশনের নীতিগত ঘোষণায় বলা হয়েছে, বিএলওরা ভোটার তালিকা সংশোধন ছাড়া অন্য কোনো স্কুল-সম্পর্কিত দায়িত্বে থাকবেন না। যদিও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, স্কুলের কর্তব্য শেষ করেও বিএলওদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা কর্মীদের আশ্বস্ত করেন, তাঁদের অভিযোগ যথাযথভাবে উপর মহলে পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে অনেক বিএলও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।

ভোটার তালিকা সংশোধনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মাঠ পর্যায়ে বিএলওদের নিরাপত্তা, সুরক্ষিত পরিবেশ ও যথাযথ দায়িত্ব ভাগ নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশনার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, যাতে নির্বাচন অংশগ্রহণ নির্বিঘ্ন হয়।

শনিবারের ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যে সকল বিএলও যারা নির্বাচনের কাজে যুক্ত তাদেরকে পূর্ন সময় নির্বাচনের কাজে যুক্ত হওয়ার নির্দেশিকা কেন দেওয়া হচ্ছে না, বিএলওরা প্রশ্ন তুলছেন তাই নিয়েই।

প্রসঙ্গত, বিএলওদের নির্বাচনী কাজ করা নিয়ে গত ৩০ অক্টোবর নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা বা ইআরও-রা । এই নির্দেশিকা অনুসারে, আগামী ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমেরেশনের কাজের পাশাপাশি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করতে হবে ।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে বিএলওদের নির্বাচনী কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সমস্ত বিএলওদের 'অন ডিউটি' থাকতে হবে। বিএলওদের সঙ্গে কাজ করবেন এবং বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্টরা। তাঁদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচির প্রথম ধাপে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে বুথ লেভেলের অফিসারদের (বিএলও) প্রশিক্ষণ। নির্বাচন কমিশন চলতি মাসের শুরুতেই ঘোষণা করেছিল, নভেম্বরের ১ তারিখ থেকে লাগাতার কয়েকদিন ধরে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ চলবে কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায়।

ডিজিটাল আদিবাসী জাদুঘর ছত্তিশগড়ে

রায়পুর, ১ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার শহিদ বীর নারায়ণ সিং স্মৃতিসৌধ এবং উপজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদুঘর উদ্বোধন করেছেন, যা দেশের প্রথম ডিজিটাল আদিবাসী যাদুঘর। গ্র্যান্ড মিউজিয়ামটি আদিবাসী বীরদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে যারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং ছত্তিশগড়ের সম্মান বজায় রাখতে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এদিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্য সফরের সময় নওয়া রায়পুরে ছত্তিশগড় বিধানসভার নতুন ভবন উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর মূর্তিও উন্মোচন করেন।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরো জাতি আজ উন্নয়নের ধারাকে রক্ষা করে তার ঐতিহ্য রক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই চেতনা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং নীতিতে প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছত্তিশগড় বিধানসভার নতুন ভবনে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, যা রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন করে। মোদী বলেন, নতুন বিধানসভা ভবনটি গণতন্ত্রের স্তম্ভ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এখানে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি আগামী কয়েক দশক ধরে ছত্তিশগড়ের ভাগ্যকে নির্দেশ করবে।

উল্লেখ্য, বিরসা মুন্ডা সারা দেশের আদিবাসীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হলেও ছত্তিশগড়ের সোনাখানের জমিদার বীর নারায়ণ সিং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যানার তুলেছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Arati Roy স্বামী মৃত Nagen Roy @ Yogesh Roy, আমার রেশন কার্ড নং PHH 0030187940 তে আমার স্বামীর নাম Yogesh Roy উল্লেখ আছে, গত ইং ২৮/১০/২৫ তে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, নবদ্বীপ, নদীয়া, এর এফিডেভিটে Nagen Roy ও Yogesh Roy একই ব্যক্তি হলো।

NAME CHANGE

I Tarun Chakraborty S/o Late Pulin Behari Chakraborty residing at 38, Chanditala Lane, P.O. & P.S. Regent Park, Kolkata - 700040 that I have changed my name and shall henceforth be known as Tarun Kaumar Chakraborty as declared before the Notary Public at Alipore Judges' Court, Vide Affidavit No. 22, Dated-01.11.2025. Tarun Chakraborty & Tarun Kumar Chakraborty are both same and one identical person.

এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শ্রী সুব্রত দে (ঋণগ্রহীতা হিসেবে) এবং শ্রীমতী সুমিতা দে (সহ-ঋণগ্রহীতা হিসেবে) হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং-২৬ এর অধীনে হোল্ডিং নং ১৩ (পূর্বে ১৩/১) উমেশ ব্যানার্জী লেনে অবস্থিত ৩৭১ বর্গফুট আয়তনের ১ম তলার ১বি ফ্ল্যাটের যৌথ মালিক থাকাকালীন, পিরামল ফাইন্যান্স লিমিটেডের কাছে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন। উক্ত শ্রীমতী সুমিতা দে, উপরোক্ত বন্ধক থাকাকালীন, ০৭.০৩.২০২৪ তারিখে (তার স্বামী তার পূর্বসূরী ছিলেন) তার একমাত্র পুত্র, উক্ত সুব্রত দে'কে রেখে উইলবিহীনভাবে মারা যান। উক্ত ঋণটি এখন সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে এবং আমার উক্ত ক্লায়েন্ট সুব্রত দে-কে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথিপত্র প্রদান করবেন। যেকোনো ব্যক্তি আজ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে তাদের প্রকৃত দাবি/ আপত্তি (যদি থাকে) লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে পারেন, অন্যথায় সুব্রত দে-কে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথিপত্র প্রদান করা হবে এবং আর কোনও দাবি/ আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
Shri. Pranayan Chandra, Advocate
Address: 173, Bangur Avenue, Block-C, Kolkata - 700055
Contact No. 877407081
Email ID: instalegalservices@Gmail.com

আমমোক্তারনামা
আমার মক্কেল মো: মহাসিন, ও পিতা আখের হোসেন, সাং ও পো:- কাজিসাহা, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ ১০৮১/১৯.০১.২৪ A.D.S.R দলিল বরাবর পীঠ দলিল ১০২২৫/২০০৬, ৬২০১/২০০০, ২৭৪১/ ১৯৯৩ power of attorney 351/1991, A.D.S.R অমিতাভ ঝা, পিতা সমীর কুমার ঝা সাং ১৫ নং মোহন চৌধুরী লেন কাদাই, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ০.০২৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বার্থ হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে সদর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মৌজা চালতিয়া ৮১, খ: নং ৩০৯৬, পরিমাণ ০.০১৫৭, .০০৯৯ একর। মোট .২৫০ একর।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা নভেম্বর। রবিবার। ১৫ ই কার্তিক । দ্বাদশী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরি রাহু র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(নারায়ণদ্বাদশী)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ লাল্টু মহাম্মদ ওরফে সেখ লাল্টু** পিতা সেখ মহাম্মদ আলী, সাকিম মটুকপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ১০/০৫/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0097/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে (**কচিনা বিবি**, পিতা সেখ আহাদ বক্স, স্বামী দিলু খান, সাকিম কোটালপুকুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06004/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ মইন** পিতা মহঃ জহুর, সাকিম কাজিমহল্লা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ১.৫৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে.এল. ভুক্ত, সাবেক ১৭৬ তথা হাল এল.আর. ৬৩৮ নং খতিয়ান হইতে আগত বর্তমান হাল এল.আর. ২৯৭৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭১২ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩১ শতকের মধ্যে ২০ শতক তন্মধ্যে ১.৫৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **মহঃ মইন** পিতা মহঃ জহুর, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-**কচিনা বিবি** (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ২৮.০৬.১৯৯০ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত আসল বিক্রয় কোবালা, যাহা এ আর এ কলকাতায় শ্রী মহেন্দ্র কুমার গর্গ-এর নামে নিবন্ধিত আছে যেটির বুক নং I, ভলিউম নং ৪২৮, পাতা নং ২২৪ থেকে ২৭১, রিয়িং নং ০৯৯১৮ বর্ষ ১৯৯০। দলিলটিতে ফ্ল্যাটের রিয়িং নং ৪, যাহার পরিমাপ ৮৭০.৬ বর্গ ফুট (আচ্ছাদিত এরিয়া), চতুর্থ তলে অবস্থিত। জমিটির পরিমাণ ০২ কাঠা ০১ ছটাক এবং হোল্ডিং নং ২৬/৩২, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২০/১K, মতিলাল বসাক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, থানা ফুলবাগান, ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন।
উক্ত দলিলটি আমার মক্কেল শ্রী গিরিরাজ মুন্ধ্রা, ঠিকানাঃ সিদ্ধা স্কাই, ব্লক - ১, ফ্ল্যাট ১৯০১, 33A, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৫ হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে।
এই মর্মে আমার মক্কেল গড়িয়াহাট থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করিয়াছেন। যাহার জি ডি ই নং ১৬৪০, তারিখ ৩০.১০.২০২৫।
যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজিয়া পান তাহা হইলে নীচের ঠিকানায় দয়া করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন বা জানান, অথবা কারও কোনও দাবি দাওয়া থাকিলে জানাইতে পারেন। তারপরে কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবেনা।
দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড অ্যাসোসিয়েটস (অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং ১১ই, দ্বাদশ তল, ওলিশা হাউস, ৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সালমা সুলতানা** পিতা মহম্মদ নুরুল আজফার, সাকিম পাণ্ডুয়া বোসপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়া বিগত ইং ১৩/১২/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0036/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে (**মহম্মদ নুরুল আজফার** পিতা মরহুম নুরুল আজিম, পাণ্ডুয়া বোসপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ৩১/০৭/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04085/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অসীম হীরা**, পিতা অনন্ত হীরা, সাকিম আবাদপাড়া, বেড়েলা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪ মহাশয়কে ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা বেড়েলা, ৬ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩০৩০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৬৩ নং দাগে বালুখাদ বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ৪৩০ শতকের মধ্যে হাল পরচা মতে ০.৩২৪০ অংশে কমবেশী ১৪০ শতক তন্মধ্যে ০৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অসীম হীরা**, পিতা অনন্ত হীরা, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-**মহম্মদ নুরুল আজফার** (আমমোক্তার)

PUBLIC NOTICE

My Clients have agreed to purchase, the Flat No. 20 measuirng a built area of 1840 Sq.ft. more or less on 5th Floor of building "Sundeep" situate at Premises No. 9, Dr. Harendra Commar Mukherjee Sarani (Pretoria Street), P.S.- Shakespeare Sarani, Kolkata-700071, Ward No. 63 of Kolkata Municipal Corporation including Servant Quarter No. 4 on Ground floor and one Covered Car Parking Space No. 16 on Ground floor (hereinafter collectively referred to as the said unit) from its present owner **MRS. LATA GOYAL,** free from all encumbrances, attachments, liens, mortgages etc. Any person(s) having any claim, demand, lien, mortgage or any other right whatsoever on the aforesaid unit can contact me with valid documents within 7 days failing which no claim and demand shall be entertained in future in respect of the said unit.
Shalomi Basu, Advocate
268A, B.B. Ganguly Street, Kolkata-700012

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বীজপুরে সাতদিনের সদ্যোজাতকে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ উঠল দম্পতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর: মাত্র সাতদিনের এক সদ্যোজাতকে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক দম্পতির বিরুদ্ধে। যদিও পড়শিরা রুখে দাঁড়ানোয় এবং থানার দ্বারস্থ হওয়ায় শিশু সন্তান বিক্রি করতে তারা পারেনননি। বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ফোরম্যান কলোনির ঘটনা। জানা গিয়েছে, গত ২৬ অক্টোবর ওই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে অচেনা দুই মহিলা আসেন পেশায় ভ্যান চালক নিতাই রায়ের বাড়িতে। দুই মহিলার সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরন নিতাই বাবুর স্ত্রী। তখনই পড়শিদের সন্দেহ হয়। শিশু বিক্রির আঁচ পেতেই পড়শিরা বীজপুর থানার দ্বারস্থ হন এবং তাঁরা ওই দম্পতির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন ওই দম্পতি। স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন দুপুরে নিতাই রায়ের বাড়িতে দু'তিনজন অপরিচিত মহিলা আসেন। বাচ্চা-সহ নিতাই বাবুর স্ত্রী ওই মহিলাদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরন। সন্দেহবশত, তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও একটা বাচ্চা বিক্রি করেছেন নিতাই রায়। বাচ্চার বিনিময়ে তিনি একটা টোটো এবং নগদ ২০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। ফের সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানকে তিনি বিক্রির চেষ্টা করছেন। যদিও নিতাই রায়ের দাবি, বাচ্চাকে নিয়ে তাঁরা ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন। সন্তান বিক্রি করার তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নিতাই বাবু জানান, আগে তিনি একজনের টোটো চালাতেন। ওনার কোনও সন্তান ছিল না। তাই তিনি আগে একটা বাচ্চা ওনাকে দান করেছিলেন। বাচ্চার বিনিময়ে উনি তাঁকে একটা পুরনো টোটো কিনে দিয়েছিলেন।

আজ বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু, হাওড়া সিটি পুলিশের নতুন নির্দেশে যান চলবে ঘুরপথে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আজ সকাল থেকে আট ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হবে বিদ্যাসাগর সেতু তথা দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সেতুর কেবল ও বিয়ারিং সংস্কারের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটি। এই বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশ একটি বিশেষ নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে, যাতে যানবাহন চলাচলের বিকল্প রুটও বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত সেতুর উপর কোনওরকম যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে সেতু ও সংলগ্ন র‍্যাম্প এলাকাতেও মেরামতির কাজ চলবে।

হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, সেতু বন্ধ থাকায় গঙ্গার দুই তীরের মধ্যে যাতায়াতে চাপ বাড়বে। বিশেষত, কলকাতার দক্ষিণাংশ থেকে হাওড়ামুখী যানবাহনের উপর এর প্রভাব বেশি পড়তে পারে। যদিও রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় যানজটের মাত্রা কিছুটা কম থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছে পুলিশ।

বিকল্প রুট সংক্রান্ত নির্দেশনায় হাওড়া সিটি পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে; এজেসি বোস রোড থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে যাওয়া যানবাহনকে টার্ফ ভিউ হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড ও খিদিরপুর দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে পাঠানো হবে স্ট্র্যান্ড রোডে। কেপি রোডের যানবাহনকে রেড রোড হয়ে বিকল্প পথে চালানো হবে। হাওড়া সিটি পুলিশ জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকবে যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে। তবে বিকল্প রাস্তায় যানবাহনের চাপ বাড়ায় সকালের দিকে অফিসগামী ও হাসপাতালগামী সাধারণ মানুষকে কিছুটা সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে, এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশের পরামর্শ, জরুরি প্রয়োজনে নাগরিকরা হাতে সময় নিয়ে আগে বেরোন, এবং যানজট এড়াতে নির্ধারিত বিকল্প রুটগুলি ব্যবহার করুন।

২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। সতর্কতা সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, ৩১ অক্টোবর ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, জোনাল অফিস, কলকাতার এনএস রোড, দুর্নীতি বিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করে। জোনাল ম্যানেজার মহম্মদ শাহজিবের নেতৃত্বে এই ওয়াকাথন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ছিলেন উপ-জোনাল ম্যানেজার শ্রীবাস্তব করণ এবং জোনাল ভিজিল্যান্স অফিসার আশিস কুমার সহ অন্যান্য ব্যাংক কর্মচারী।

২৯ অক্টোবর বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উপলক্ষে কলকাতার বেহালায় অবস্থিত নারায়ণ মেমোরিয়াল হাসপাতালের সহযোগিতায় ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোং লিমিটেড (বিসিএল) একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা সেমিনারের আয়োজন করে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল কর্মচারীদের মধ্যে স্ট্রোকের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। শহরের দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক, ডাঃ সৌরভ বসু এবং ডাঃ অর্পণ দত্ত বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিসিএলের পরিচালক (অর্থ) আর. বীরবাহু তাদের অভ্যর্থনা জানান।

তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বিএলও-রা ভোটার তালিকায় অনিয়মের মূল, অভিযোগ উমেশ রায়ের

প্রমাণ-সহ চিঠি জেলাশাসককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া ঘিরে এবার সরব বিজেপি। রাজ্যের বিজেপি রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন হাওড়া জেলা শাসক-সহ সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিকদের কাছে। তাঁর অভিযোগ, উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী কিংবা পদাধিকারী হিসেবে কাজ করছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই উমেশ রায় বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে অভিযোগ তোলেন। পরে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। জানা গেছে, তিনি একাধিক ছবি প্রমাণ হিসেবে সংযুক্ত করেছেন, যাতে দেখা যাচ্ছে অভিযুক্ত বিএলওরা বিভিন্ন তৃণমূল কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন বা দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন। উমেশ রায়ের বক্তব্য, এমন পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকর্তারা দায়িত্বে থাকলে ভোটার তালিকা কখনওই নিরপেক্ষ হতে পারে না। ফলেই প্রতি বছর দেখা যায়, এক একটি ওয়ার্ডে শতাধিক ভোটারের নাম রয়েছে যাঁরা হয় মৃত, নয়তো বহু বছর আগেই সেই ঠিকানা ছেড়ে গিয়েছেন। বিজেপির দাবি, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির জন্য আগে নিরপেক্ষ বিএলও নিয়োগ করা অপরিহার্য। উমেশ রায় জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে ১৭০ নম্বর উত্তর হাওড়া বিধানসভার নির্বাচন আধিকারিক, জেলা শাসক এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি অভিযোগপত্রের একটি অনুলিপি পাঠানো হয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছেও।

দলের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে ভোটার তালিকা হালনাগাদের প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়বে। বিজেপির তরফে স্পষ্ট বার্তা; ভোটার তালিকা রাজনীতির ক্ষেত্র নয়, এটা গণতন্ত্রের ভিত্তি। সেখানে পক্ষপাতের জায়গা নেই।

ইন্ডিয়ান প্লাম্বিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর থেকে মিলন মেলা ময়দানে আয়োজিত হতে চলেছে ৩১ তম ইন্ডিয়ান প্লাম্বিং কনফারেন্স অ্যান্ড এগজিবিশন। শুক্রবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি গুরমিত সিং অরোরা, কলকাতা চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান অভয় প্রসারী, চিত্র পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উৎসবের মরশুমের সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজন করে মেগা লাকি ড্র যা 'শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ২০২৫' ও 'চমক ভরা ধনতেরস ২০২৫' উৎসবে অংশগ্রহণকারী ক্রেতা বন্ধুদের মধ্যে থেকে সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের বেছে নিয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স -এর 'শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার' ও 'চমক ভরা ধনতেরাস' উৎসবে চলা অফার দুইটি যথাক্রমে কলকাতা ও ত্রিপুরার সংস্থার সব শোরুমে ১৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ও ১০ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত হয়। এই দুটি বিশেষ উৎসব অফারের কেনাকাটার কুপনের মধ্যে মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয় ১ নভেম্বর।

মিস খুমজার দেববর্মা, মিস ইউনিভার্স, ত্রিপুরা উপস্থিত থেকে বিজয়ী কুপনগুলি তোলেন এবং সৌভাগ্যবান গ্রাহকদের নাম ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, খুমজার দেববর্মাকে গত বছর শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর যুব মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর তিনি 'মিস ইউনিভার্স,ত্রিপুরা' খেতাব জিতে এই বছরের অগস্ট মাসে জয়পুরে অনুষ্ঠিত 'মিস ইউনিভার্স, ইন্ডিয়া' ফাইনাল-এ অংশগ্রহণ করেন।

জগন্নাথ সরকারের মন্তব্যে বিতর্ক, পাল্টা সমালোচনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারের সাম্প্রতিক বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে আলোচনা। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বলেন, বিজেপি নেতার মন্তব্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং দলীয় নেতৃত্বের উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা। তাঁর বক্তব্য, যদি বিজেপি সত্যিই দেশের ঐক্য ও সংবিধানের নীতিতে বিশ্বাস করে, তবে এমন মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত জনগণের মধ্যে ভুল বার্তা না ছড়ানো। ঘটনার সূত্র মেলে নদিয়ার গেদে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এক দলীয় সভায়। সেখানে সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক সীমান্তের বেড়া দিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্যের বাতাবরণ আরও দৃঢ় হবে। এই বক্তব্য ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় নানা বিতর্ক। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনো কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া আসেনি। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মন্তব্যের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা না টেনে সাংসদ আসলে সৌহার্দ্যের বার্তাই দিতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সীমান্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এমন মন্তব্য সংবেদনশীল হলেও তা শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এদিকে, তৃণমূলের তরফে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও উভয় দলের নেতৃত্বই ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্যে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন।

অশালীন আচরণ ও গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় ভাটপাড়ায় আক্রান্ত প্রতিবাদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অশালীন আচরণ ও গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল। ভাটপাড়া থানার অন্নদা ব্যানার্জি রোডের নারায়ণপুর খ্যাদাইতলায় শনিবার সকালের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে খাবারের দোকানে আসেন তিন যুবক। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা দোকানদার সোনাই মণ্ডলের কাছে বিড়ি ধরানোর জন্য গ্যাস লাইটার চান। বিড়ি ধরিয়ে গ্যাস লাইটার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ওই যুবক। তাঁর দুই সঙ্গী লাইটার বৃদ্ধাকে দিতে বলেন। অভিযোগ, লাইটার চাইলে তা দিতে অস্বীকার করে ওই যুবক। উল্টে বৃদ্ধাকে অনবরত গালিগালাজ করতে থাকে ওই যুবক। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বৃদ্ধা তাঁর ছেলেকে দোকানে ডাকেন। অভিযোগ, গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় ওই যুবক বৃদ্ধার ছেলের পিঠের বাঁ দিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার ছেলে গোপাল মণ্ডলকে চিকিৎসার জন্য ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আক্রান্তের পিঠে নয়টি সেলাই পড়েছে। এই ঘটনায় ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। যদিও অভিযুক্ত এখনও অধরা। আক্রান্তের বৃদ্ধা মা সোনাই মণ্ডল অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করেছেন। অপরদিকে আক্রান্ত গোপাল মণ্ডল বলেন, গালিগালাজের প্রতিবাদ করতেই নেশাগ্রস্ত যুবক আচমকা ধারালো অস্ত্র বের করে তাঁর ওপর চড়াও হয়। আক্রান্তের অভিযোগ, এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি ।

রাসযাত্রা উৎসবে অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: শান্তিপুর অঞ্চলে রাশযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। ওই সময়ে যাত্রীদের ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ জানিয়েছে, ৫ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাথনা কৃত্তিবাস হল্ট স্টেশনে অস্থায়ীভাবে ১২টি আপ ও ১০টি ডাউন ইএমইউ লোকাল ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হবে।

এছাড়া ৬-৭ নভেম্বর ও ৭-৮ নভেম্বর রাত্রিতে শিয়ালদহ ও শান্তিপুরের মধ্যে এক জোড়া বিশেষ ইএমইউ লোকাল ট্রেন চলবে। উৎসবের সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

১২টি আপ ট্রেনের মধ্যে রয়েছে ৯টি শিয়ালদহ, শান্তিপুর লোকাল, ১টি রানাঘাট, কৃষ্ণনগর লোকাল, ১টি রানাঘাট, শান্তিপুর লোকাল ১টি বনগাঁ, শান্তিপুর লোকাল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫ কার্তিক ১৪৩২, রবিবার

নমো যুব ওয়ারিয়র্স-এর ডাক, দুর্নীতির পাহাড়ে আঘাত হানার প্রস্তুতি বিজেপি যুব মোর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ‘পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি’-র প্রতিবাদে যুব শক্তিকে সংগঠিত করতে কলকাতার আইসিসিআর সভাগৃহ থেকে সূচনা হল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার নয়া অভিযান ‘নমো যুব ওয়ারিয়র্স’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যসভার সাংসদ ড. ইন্দ্রনীল খান এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব দেব। সূচনার মঞ্চে উঠে শমীক ভট্টাচার্য ভারতের ঐতিহাসিক যাত্রাপথের কথা তুলে ধরে বলেন, ভারতবর্ষের সভ্যতা ১৮০০ বছরেরও পুরনো, আর্য বা মুঘল এমনকী ব্রিটিশরাও আমাদের ঐতিহ্যের দাতা নয়। তাঁর কথায়, এককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদীকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল, আজ তাঁকেই লালগালিচা সংবর্ধনা দিচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী কোনো ব্যক্তিনাম নয়, একটি ধারণা; একটি সভ্যতার আত্মসম্মানের নাম, মন্তব্য শমীকের।

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আজ মেয়েরা রাতে কলেজে যেতে পারে না;এটাই তৃণমূল শাসনের হাল। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে কর্মসংস্থান নেই, শিল্পোন্নয়ন স্তব্ধ, আর সরকার প্রকৃত বিনিয়োগের বদলে মিথ্যা পরিসংখ্যানের আশ্রয়ে ভাঁওতা দিচ্ছে। গুজরাতে যেখানে ৯.৬ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ আসে, বাংলায় সেখানে মাত্র ০.৬ শতাংশ। তবু মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবার ‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট’-এর বিজ্ঞাপন দেন, কিন্তু এক টাকাও আসে না, বলেন শমীক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রানাঘাট, আশোকনগর বা পুরুলিয়ার বিরল খণিজ সম্পদ রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয়তার কারণে ব্যবহার করছে না। বিজেপি সরকার এলে কৃষকদের জন্য সমবায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, কর্মসংস্থান হবে,

বাংলার মাটিতে আত্মনির্ভরতা ফিরবে।

শমীক ভট্টাচার্য এদিন আবারও মনে করিয়ে দেন, ২০২১ সালের পর রাজ্যে ৫৬ জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন, নারীদের উপর গণধর্ষণ হয়েছে। প্রশাসন সিবিআইকে সহযোগিতা না করে অপরাধীদের রক্ষা করেছে। তবু বিজেপি পিছিয়ে যায়নি।

তিনি সাফ জানিয়ে দেন, সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল; সবাই দিল্লিতে এক, কিন্তু ময়দানে ভান করে লড়ছে। বিজেপি হিন্দু শরণার্থীদের পাশে ছিল, থাকবে। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, তা পালন করি; ৩৭০ ধারা বিলোপ, সিএএ প্রয়োগ, সীমান্ত সন্ত্রাস দমন; সবই বাস্তব।

সভায় উপস্থিত বিপ্লব দেব বলেন, যুব কর্মীদের মানুষের মধ্যে যেতে হবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে হবে, বোঝাতে হবে বাংলার বর্তমান দুরবস্থা ও বিজেপির ভাবনা। নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই মূল চাবিকাঠি। ড. ইন্দ্রনীল খান যুব সমাজকে আহ্বান জানান, বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে এবং নমো যুব ওয়ারিয়র্স অভিযানে যুক্ত হতে। বিজেপি যুব মোর্চা জানিয়েছে, নমো যুব ওয়ারিয়র্সদ হিসেবে যোগ দিতে ৭০১৫৯০০৯০০ নম্বরে মিসড কল দিলেই নিবন্ধন সম্পূর্ণ হবে। এছাড়াও www.namoyuvawarriors.com ওয়েবসাইটেও নিবন্ধন সম্বন্ধে তথ্য দেখা যাবে।

এসআইআর আতঙ্ক, বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য লম্বা লাইন কলকাতা পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর আতঙ্কের জেরে কলকাতা পুরসভায় বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য লম্বা লাইন। আতঙ্কিত আবেদনকারীদের আশ্বস্ত করতে শুক্রবার লাইনে গিয়ে কথা বলেন স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকেও এই ঘটনার উল্লেখ করেন মেয়র। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেককে তিনি জানান, ‘আতঙ্কিত আবেদনকারীদের আশ্বস্ত করে বলেছি, ভয় পাবেন না। পাশে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈধ ভোটারদের নাম তুলতে তৃণমূল সমস্ত রকম সাহায্য করবে।’

ভোটার পরিচয়পত্রের জন্য যে এগারোটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি জন্মের শংসাপত্র। ২০০২ সালের ভোটার হিসাবে যাঁদের নাম নেই, তাঁদের রক্ষাকবচ বার্থ সার্টিফিকেট। যার জেরে শুধুমাত্র জন্মের শংসাপত্র সংগ্রহ করতে কলকাতা পুরসভায় গত দু’দিন ধরে দীর্ঘ লাইন। সকাল থেকে পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে হাজির

হয়েছেন সদ্য চল্লিশ বা তার বেশি বয়সি আম জনতা। কারও বাড়ি উত্তর কলকাতায়, কারও মুর্শিদাবাদে। এঁদের সম্বল বলতে এক টুকরো কাগজ। যেখানে হাসপাতালের নাম, শিশুর নাম ও জন্ম তারিখ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু স্ট্যাম্প অস্পষ্ট। সকাল আটটা থেকে পুরসভার ৬ নম্বর গেটে লাইন দিয়েছেন।

আর এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ‘জন্ম সার্টিফিকেট নেওয়ার হিড়িক পড়েছে। অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এতদিন ইডি, সিবিআই দিয়ে আমাদের ভয় দেখিয়েছে। এখন মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে।’ এই প্রসঙ্গে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. রণিতা সেনগুপ্তর জানান, ‘আচমকা বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহের প্রবণতা বেড়েছে। পুরসভার বর্তমান পরিকাঠামোয় গড়ে রোজ ৪৫০টি বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষমতা আছে। তবে যেসব নথি জমা পড়ছে বেশিরভাগ ৫০-৫৫ বছরের পুরনো। কতটা উদ্ধার করা সম্ভব সংশয় আছে।’

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৩১ শতাংশ, ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৭ শতাংশ

গণতন্ত্রে এ কোন ভূত! মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার ভোটার তালিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের উদ্দেশে তাঁর তীব্র কটাক্ষ; এ রাজ্যে ভোটার তালিকা এখন রাজনৈতিক অস্ত্র। যেখানে জনসংখ্যা বাড়ে এক ধাপে, সেখানে ভোটার বাড়ে দুই ধাপে!

শমীকের পরিসংখ্যানভিত্তিক অভিযোগ, ২০০১ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৮.০২ কোটি। ২০২৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১০.৫৬ কোটি; বৃদ্ধি ৩১.৭ শতাংশ। অথচ ভোটার বেড়েছে ৪.৫৮ কোটি থেকে ৭.৬৪ কোটিতে;অর্থাৎ প্রায় ৬৭ শতাংশ! জন্মহার কমছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রিত, তাহলে এই ‘অলৌকিক’ বৃদ্ধি কোথা থেকে?

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ২০০১ সালে ছিল ৯.২ শতাংশ, এখন ৭.৯৫ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, হিন্দু শরণার্থী তত্ত্বেও এই অঙ্ক মেলে না। তাহলে

প্রশ্ন উঠতেই পারে; এই বাড়তি ভোটার কারা? বিজেপি মুখপাত্রের অভিযোগ, মৃত মানুষের নাম জীবিত রাখা হচ্ছে, ডুপ্লিকেট নাম তোলা হচ্ছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম যোগ হচ্ছে একাধিক ঠিকানায়। যদি এই অভিযোগ সত্যি হয়, তবে এটা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটা গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শমীকের বক্তব্য আসলে কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের প্রতি এক সরাসরি চ্যালেঞ্জ। কারণ নির্বাচন কমিশন নিজেই সম্প্রতি ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ অভিযান শুরু করেছে, যেখানে ডুপ্লিকেট নাম বাদ দেওয়া ও মৃত ভোটারের নাম মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে শমীকের মতে, কাগজে নির্দেশ দিয়ে কাজ হয় না। বাস্তবে যদি জাল ভোট থাকে, তাহলে ভোটাধিকার নামেই থাকবে, গণতন্ত্র শুধু নাটকে পরিণত হবে। শেষে তাঁর বক্তব্য, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা কোনো দলের দাবি নয়; এটা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। বাংলার মানুষ চায় একটাই; নির্ভুল তালিকা, সঠিক ভোট, আর প্রকৃত গণতন্ত্র।

আজাদ হিন্দ ফৌজকে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তুলনা, সুকান্তর তোপে ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য ঘিরে ফের রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের তুলনা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের তুলনা করা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

সুকান্তর অভিযোগ, ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা চলছে। তাঁর বক্তব্য, ১৯৪৪ সালে সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন বার্মা হয়ে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করেছিল, তখনও নেহরু কংগ্রেস তাঁদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। আজ কার্যত একই ভাষা পুনরায় ব্যবহার করার এই অপচেষ্টা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং দেশপ্রেমের প্রতি গভীর অবমাননা। তিনি আরও বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) হয়ে মণিপুরের মৈরাং সীমান্ত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রবেশ করেছিল। আর রোহিঙ্গারা জেহাদ করতে গিয়ে মায়ানমার সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছে। নেহরু কংগ্রেসের মতো ব্রাত্য বসুও আজাদ হিন্দ ফৌজকে অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিতে চাইলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর তোপ, স্বাধীনতার ৭৫ বছরেরও বেশি সময় পরে, একই ভাষা পুনরায় ব্যবহার করা শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের প্রতি অবমাননা নয়, বরং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিও গভীর অসম্মান। সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, বিজেপি এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে অবিলম্বে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানাচ্ছে।

সরকারি অনুদানের হিসেব দিতে অনীহা পুজো উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি অনুদানের হিসাব দিতে অনীহা নজরে আসছে দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও হিসাব দিতে দেখা যাচ্ছে না পুজো উদ্যোক্তাদের এক বড় অংশকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার সরকারি অনুদানের হিসাব দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এদিকে তথ্য বলছে, কলকাতায় ২,৯৫৯ পুজোর মধ্যে এই হিসাব জমা দিয়েছে মাত্র ৬১৯টি পুজো। পুলিশের হিসাব বলছে এখনও অনুদানের হিসাব দেয়নি ২৩৪০টি পুজো কমিটি। এদিকে পুজো উদ্যোক্তাদের সাফাই হিসাব দেওয়ার নাকি সময় পাওয়া যায়নি।

এদিকে বেশ কয়েকটি পুজো উদ্যোক্তাদের গলায় প্রায় একই সুর। তাঁরা জানাচ্ছেন, পুজোর মরশুম চলছে। কারণ, দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো থাকে, তারপর জগদ্ধাত্রী পুজো। এই ব্যস্ততার কারণেই হয়তো জমা দিতে পারেননি অনেকেই। কিন্তু এমনটা নয় যে তাঁরা জমা দেবেন না। জমা না দিলে তো সামনের বছর আর অনুদান পাবেন না। এই প্রসঙ্গে প্রায় একই সুর চক্রবেড়িয়া সর্বজনীনের উদ্যোক্তা এবং কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর অসীম বসুর গলাতেও। এই প্রসঙ্গে অসীম বসু জানান, পুজো চলে গেলে সেই উদ্দীপনাটা আর থাকে না। খাটাখাটনির পর সবাই একটু রিল্যাক্স মুডে থাকে। তবে আমার মনে হয় সবাই এই হিসেব দেবে। দিতে তো হবেই। চাপানউতোর চলছে প্রশাসনিক মহলেও। পুজোর খরচের হিসাব দেওয়া কমিটির নৈতিক দায়িত্ব, বলছেন মেয়র তথা চেতলা অগ্রণীর মূল উদ্যোক্তা তথা মন্ত্রী ও কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর ধারণা, ‘সবাই দেবে। আসলে সংগঠিত ক্লাব খুব কম থাকে। সামনের বছর এই অনুদান পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত তো সবাইকে তো এই হিসেব জমা দিতেই হবে।’ তবে হিসাব না দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক বলেই মনে করছে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব। ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কর্মকর্তা শাশ্বত বসু জানান, ‘১৫ তারিখের মধ্যে তো দেওয়ার কথা ছিল। যদি কোনও ক্লাব না দিয়ে থাকে তাহলে সেটা খুবই দুঃখ জনক ঘটনা। পুলিশের মিটিংয়েও বলা হয়েছিল ৩১ তারিখের মধ্যে তাঁরা রিপোর্ট দেবে।’

গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের পথে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষকদের পর এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র ‘টেইন্টেড’, অর্থাৎ ‘অযোগ্য’দের তালিকা প্রকাশ করার পথে স্কুল সার্ভিস কমিশন। আগামী ৩ তারিখ থেকে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের জন্য আবেদন গ্রহণ করা শুরু হবে। তার আগেই এই তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন, এমনটাই খবর শিক্ষা দপ্তর সূত্রে।

এক্ষেত্রে কোর্টে কমিশনের তরফে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে গ্রুপ ডি-তে প্রায় ২৩০০ ও গ্রুপ সি-তে প্রায় ১১০০ ‘টেইন্টেড’ বা ‘অযোগ্য’ রয়েছে। তাই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের ক্ষেত্রেও যাতে স্বচ্ছতা থাকে এবং নতুন করে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়, তাই এই ‘টেইন্টেড’ বা ‘অযোগ্য’ তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ঠিক যেমনটা করা হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে।

প্রসঙ্গত, নভেম্বরের শুরুতেই এসএসসি-র ফলপ্রকাশ হওয়ার কথা। গত ৭ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর নেওয়া হয় নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্রও আপলোড করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই উত্তর চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পেয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। মোট ৫৩৪টি আবেদন জমা পড়ে। সেই আবেদনগুলি খতিয়ে দেখেন বিশেষজ্ঞরা। এখন তারপর সঠিক উত্তর আপলোডের পর নভেম্বরের শুরুতেই এসএসসি ফলপ্রকাশ হওয়া কথা। উল্লেখ্য, ২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এরপরই চাকরি হারান অনেকেই।

বিএলও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল টিটাগড়ের তৃণমূল সভানেত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিএলও তালিকায় নাম ছিল টিটাগড় শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পূর্ণিমা ব্যানার্জির। সম্প্রতি বিজেপি নেতা বিশাল জয়সওয়াল সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেন, বিএলও তালিকায় নাম রয়েছে টিটাগড় মহিলা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পূর্ণিমা ব্যানার্জির। একজন শাসকদলের নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও, উনি কিভাবে বিএলও-র তালিকায় স্থান পান। সামাজিক মাধ্যমে এই পোস্ট ঘিরে চরম অস্বস্তিতে পড়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অবশেষে তড়িঘড়ি পূর্ণিমা ব্যানার্জিকে বিএলও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিজেই স্বীকার করে তৃণমূল সভানেত্রী পূর্ণিমা ব্যানার্জি বলেন,

বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে বিএলও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক বিশাল জয়সওয়াল বলেন, স্বচ্ছভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া যাতে না হয়, সেইজন্য শাসকদল দলীয় নেতা-নেত্রীদের বিএলও করেছে। টিটাগড় শহর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী পূর্ণিমা ব্যানার্জিকে বিএলও করা হয়েছিল, এই বিষয়ে তাঁরা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন। ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, যারা সরকারি চাকরি করেন, তাদেরকে জেলাশাসক কিংবা মহকুমা শাসক বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করেন। এভাবে যদি বাছাই করা হয়, তাহলে শুভেন্দুকে গুজরাত থেকে লোক আনতে হবে।

বৃষ্টি কমবে আজ থেকেই, হবে আবহাওয়ার উন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহান্তে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। শনিবারের পর রবিবার রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রঝড় ও দমকা হাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সোমবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে আগামী সপ্তাহের মধ্যভাগে, অর্থাৎ বুধবার ও বৃহস্পতিবার উপকূলীয় জেলাগুলিতে আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও বেশিরভাগ জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে, এবং দু’-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এরপর সোমবার ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক ও পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত থাকবে না। তবে বুধবার ও

বৃহস্পতিবার উপকূলীয় জেলাগুলিতে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি, আর বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

এদিকে উত্তরবঙ্গে শুক্রবারও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, বাংলার বেশকিছু জায়গায় আগামী ২ দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে ২ দিন পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। এই সময়ের পর বেশিরভাগ অংশে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের উপর নিম্নচাপ এলাকা এবং ঘূর্ণিঝড় মান্থার অবশিষ্টাংশ উত্তর উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ৮.৩০টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। জলপাইগুড়িতে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬৯ মিমি বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়ার দপ্তর।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য হারে বৃষ্টি হয়েছে উত্তরের অন্যান্য জেলাতেও। এক্ষেত্রে মালদা ১২০.৪ মিমি, আলিপুরদুয়ারে ১০৩.২ মিমি, বাগডোগরাতে ৯২.২ মিমি, বালুরঘাটে ৬২ মিমি, দার্জিলিঙে ৫৮.৬ মিমি, কালিম্পঙে ৫৭ মিমি, কোচবিহারে ৫১.৫ মিমি এবং রায়গঞ্জে ৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি ও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া চলবে। তবে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া ফিরে আসবে। আকাশ পরিষ্কার থাকবে, এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে না।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৮ থেকে ৯০ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে নিজেদের শেয়ার ডিলিস্টিংয়ের অনুমোদন আইটিসি লিমিটেডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের অন্যতম প্রাচীন স্টক এক্সচেঞ্জ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে নিজেদের শেয়ারের ডিলিস্টিং অনুমোদন করল আইটিসি লিমিটেড। গত ৩০ অক্টোবর একটি এক্সচেঞ্জ ফাইলিংয়ে এই ঘোষণা করা হয়। এর অর্থ, বাংলার আর্থিক ঐতিহ্যের প্রতীক ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে এবার স্বেচ্ছায় সরে যাচ্ছে ভারত তথা এই শহরেরই সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলির মধ্যে অন্যতম আইটিসি লিমিটেড। যদিও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে আইটিসির শেয়ারের লেনদেন স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

আইটিসি এই পদক্ষেপ এমন এক সময়ে করল, যখন ১১৪ বছরের পুরনো এই স্টক এক্সচেঞ্জ নিজেই ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। আইটিসি বোর্ড এই ডিলিস্টিং-এর ঘোষণা করেছে কোম্পানির চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সঙ্গে। এই ত্রৈমাসিকে আইটিসির কনসোলিডেটেড নেট মুনাফা হয়েছে ৫ হাজার ১৮৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। গত বছরের তুলনায় লভ্যাংশ বেড়েছে ৪ শতাংশের বেশি। লাভ বাড়লেও, শেয়ার বাজারের লেনদেনের জন্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের উপর ভরসা আর করছে না আইটিসি।

শেয়ার বাজার বিশ্লেষকরা এই প্রসঙ্গে জানান, আইটিসির এই পদক্ষেপ ছিল সময়ের অপেক্ষা। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন বন্ধ। এছাড়াও বিনিয়োগকারীরা এখন মূলত ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করেন। সেবি যদি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জকে এক্সিট করতে অনুমতি দেয়, তাহলে এই প্রতিষ্ঠান একটি হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে কাজ করবে। এর শাখা সংস্থা সিএসই ক্যাপিটাল মার্কেটস প্রাইভেট লিমিটেড শুধুমাত্র ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হিসেবে ব্রোকিং ব্যবসা চালিয়ে যাবে।

এদিকে সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর শেষ কালীপুজো ও দীপাবলি উদ্‌যাপন করেছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ। মূলত, ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে রেগুলেটরি জটিলতার কারণে সেবি এই স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সাসপেন্ড করে। বহু বছর লড়াইয়ের পর, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ স্বেচ্ছামূলকভাবে স্টক এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের এমন পরিণতি বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে। অথচ, একসময় বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জকে টেক্কা দিত এই ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ।

সম্পাদকীয়

কমিশনের নয়া ওয়েবসাইট, ২৪ ঘণ্টাতেই কেন এত অভিযোগ?

ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। এসআইআর।তাঁদের হারাতে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ চক্রান্ত, এই অভিযোগ তুলে ভোটমুখী বাংলায় নেমে পড়েছে শাসক তৃণমূল।কংগ্রেস। সুর চড়াচ্ছে।বিরোধীরাও। সবমিলিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ।একেবারে তুঙ্গে। এই আবহে।এবার সামনে এল নতুন বিতর্ক, তা হল কমিশনের ওয়েবসাইট। কমিশনের নতুন ওয়েবসাইটে নাকি অনেকেই তাঁদের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। যদি তাঁদের দাবি পুরনো তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। এসআইআর আবহে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর পুরনো ওয়েবসাইটটি বাতিল করে নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে শুক্রবার থেকে। ওয়েবসাইটটি হল, ceowestbengal.wb.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে ২০০২ সালের সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে বলে জানায় কমিশন। পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও মিলবে এখানে। গত ২৭ অক্টোবর ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করার ঘোষণা করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাঁর পরদিন থেকে রাজ্যের সিইও দফতরের ওয়েবসাইটে সমস্যা দেখা যায়। তা নিয়ে ক্ষোভও তৈরি হয়েছিল জনগণের মধ্যে। কারণ, বহু মানুষই ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখতে চাইছিলেন, যা ওই ওয়েবসাইট থেকে পাওয়ার কথা ছিল। সেই ওয়েবসাইট অকেজো হয়ে পড়ায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে নতুন ওয়েবসাইট চালু করল সিইও দফতর। কিন্তু চালু হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেখানেও অভিযোগের পাহাড়। কমিশন অবশ্য ক্ষুসব ঠিক হ্যায়ক্ষু বলে হাত ধুয়ে ফেললেও এত অভিযোগ যখন উঠছে, তখন তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কোন অভিযোগের মধ্যে কতটা সারবত্তা আছে খুঁটিয়ে দেখাটাই কমিশনের কাজ। মনে রাখতে হবে এসআইআর নিয়ে যে কোনও কারণেই হোক একটা বিরাট অংশের বেশ আতঙ্কিত। এই অবস্থায়।তাঁদের ভরসার জায়গা হল কমিশন। তাই একটা অভিযোগ উঠলেও কমিশনের তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

আনন্দকথা

কথা অনুসারে সে কাজ করবে না।”

(পূর্বকথা — ভাবচক্ষে হালদার-পুকুর দর্শন)

‘‘ও-দেশে হালদার-পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা বাহ্যে করে রাখত। যারা সকালবেলা আসে, খুব গালাগাল দেয়। আবার তার পরদিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য) লোকে কোম্পানিকে জানালে তারা কটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সে যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, ‘বাহ্যে করিও না’ তখন সব বন্ধ। (সকলের হাস্য)

‘‘লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচে। (হাস্য) হিতে-বিপরীত। ভগবানলাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।”

(‘‘অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মন্যতে”)

‘‘আদেশ না থাকলে ‘আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি’ এই অহংকার হয়। অহংকার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না — এ-বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। ‘আমি কর্তা’, ‘আমি কর্তা’ — এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।”

নবম পরিচ্ছেদ

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচর কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।
(গীতা—৩/১৯)

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

শাহরুখ খান

১৯৪১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ শৌরির জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খানের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঈশা দেওলের জন্মদিন।*

‘বন্দে মাতরম’-এর দেড়শো বছর পূর্তি
জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণও একান্ত জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

২৬ অক্টোবর রবিবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের ১২৭তম পর্বে আগামী ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম’-এর দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গানটি স্মরণে রাখার কথা বলেছেন । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশমাতার প্রতি ‘বন্দে মাতরম’ গানে যেভাবে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল,তা অচিরেই ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মর্যাদা লাভ করে । শুধু তাই নয়, ‘বন্দে মাতরম’ শব্দদুটিই বহুবর্ণ,বহু ধর্ম ও বহুভাষাভাষীর দেশে তার বহুধাবিস্তৃত ও বিপুলায়তন পরিসরকে অবিচ্ছিন্ন সত্তায় যেভাবে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের আবেগময় প্রকাশে ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তার কোনও বিকল্প নেই । সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যথার্থ ভাবে গানটির মূল্যায়ন করেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্বসৃষ্টি তাঁর ‘বন্দেমাতরম’ গানটি। ‘মা তোমাকে প্রণাম’ অর্থে দেশমাতাকে ‘বন্দে মাতরম’ বলার মধ্যেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হয়। সেক্ষেত্রে শুধু ‘বন্দে মাতরম’ বা তার ধারক উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ই(১৮৮২) নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার মধ্যেই দেশসেবার ঐকান্তিক প্রয়াস জারি ছিল । এজন্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রূপান্তর ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা । সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি ‘বন্দে মাতরম’ গানটি। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাতেই তাঁর দেশসেবার পরিচয় ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনায় সামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠকসমাদর লাভ করেছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ছাপান্ন বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। শিল্পীসুলভ সহৃদয়তার পাশাপাশি সম্পাদকসুলভ নির্মমতাকে বজায় রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌত্রিশ বছরে অভিভাবকের ভূমিকা অত সহজে নন্দিত বা বন্দিত হয়নি। তাঁর সেই ভূমিকায় অকালপক্ক জ্যাঠামশাইয়ের খবরদারি মূর্তিটি অসূয়াপ্রবণ বাঙালিমানসে আপনাতেই নিবিড় হয়ে উঠে এসেছিল। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় লেখক ও সম্পাদকের দ্বৈত ভূমিকায় অত্যন্ত সফলকাম হয়েছিলেন, তা তাঁর জনমানসে ‘সাহিত্যসম্রাট’ থেকে ‘ঋষি’ উপাধিতেই প্রতীয়মান। কিন্তু সেই উপাধি-পরিচয়ে যেভাবে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈরথে তাঁর ভাবমূর্তিটি বাঙালিমানসে বিতর্কের অবকাশে উচ্চকিত হয়েছে, সেভাবে সব্যসাচী প্রকৃতিতে অভিভাবকত্বের বিষয়টি উঠে আসেনি। অথচ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালির সার্বিক বিকাশে স্বদেশহিতৈষী মানসিকতায় তার সেবাপরায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিভাবকসুলভ ভূমিকাটি শিল্পী বনাম নীতিবাগীশ বিতর্কে সংগোপনে রয়ে গেছে। সেখানে তাঁর সাহিত্যসম্রাটের উষ্ণীষের ভারে ও ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের ধারে সেই অভিভাবকত্বের মান্যতা বাড়তি কোনো স্বতন্ত্র মূল্যে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেনি। সব্যসাচী সম্পাদকের সঙ্গে বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখার বাতিক সেক্ষেত্রে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পরিচয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পাদকীয় সত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তা সম্পাদকের পরিবর্তে অভিভাবকসুলভ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় প্রথম থেকেই সচল চিল। এজন্য তাঁর মধ্যে শাসন ও সোহাগের পাশাপাশি গড়ে তোলার সদিচ্ছা তাঁকে সদা সক্রিয় রেখেছিল। আদর্শ শিক্ষকের মতো ‘ফ্রেণ্ড-ফিলোসোফার অ্যান্ড গাইড’- এর ভূমিকায় তাঁর সেই অভিভাবকত্ব আপনাতেই সম্পাদকের স্থলে শিক্ষা-অন্তপ্রাণ শিক্ষকের ভূমিকাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজশিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল। এজন্য সাহিত্যসম্রাটের পাশে তাঁর সমাজশিক্ষকের ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের আলোর পরশ যেমন সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, তেমনই সব্যসাচী সম্পাদকীয় পরিচিতির মধ্যে তাঁর সাহিত্যের শিক্ষকের ভূমিকাটি আপনাতেই আলোকিত মনে হয়। তাঁর সেই আলোকিত ব্যক্তিত্ব জীবনের অপরাহ্ণ পর্যন্ত সজীব ছিল। শুধু তাই নয়, সেই সম্পাদকের ক্ষুরধার লেখনী সময়বিশেষে হবু লেখকদের পাচনবাড়ি হয়ে উঠেছে। ‘প্রচার’-এর ১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’-এ সেই পাচনবাড়ির প্রকৃতিটি প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে মনে হতে পারে কী এমন হয়েছিল যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের উনিশ বছর পর এভাবে ‘নিবেদন’ করতে হয়েছে। হবু লেখকদের প্রতি যে-বারোটি নিয়ম ‘নিবেদন’-এ প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিই ‘বঙ্গদর্শন’-এর সূচনায়ও অপরিহার্য মনে হবে। সেক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল পরে কী উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলি প্রকটভাবে উপস্থাপনে সক্রিয় হয়েছিলেন, তা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী করে তোলে। অবশ্য তার সদুত্তর কোথাও মেলে না। ‘বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী’কার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সে বিষয়ে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেননি। অন্যদিকে প্রবন্ধটি ‘প্রচার’-এ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীযুদ্ধ প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, ‘প্রচার’-এর সেই সংখ্যায় (১২৯১-এর মাঘ) রবীন্দ্রনাথের ‘মথুরায়’ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় লেখনীযুদ্ধের অবসানে তাতে ‘ঐতিহাসিক মিলন’-এর ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে ‘রবিজীবনী’কার প্রশান্তকুমার পাল সে-বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বিধায় এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি এড়ানো যায় না। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘নিবেদন’ তাঁর ‘বঙ্গদর্শন’-এর সম্পাদনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা কেন এতদিন পরে ‘প্রচার’-এর আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তলে। অবশ্য সচেতনভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলে তার সদুত্তর মেলানো দুরূহ মনে হয় না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার মধ্যেই বীজটি ছিল এবং তা সময়ান্তরে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রবাশ করেছে। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথ্য প্রথম উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, ‘বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক’। আর তৃতীয় তথা শেষ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ‘যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।’ মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্যের সুর একটি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন করা। সেই উন্নয়নের ধারাকে সুসম্পন্ন করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সার্বিক প্রয়াসে এক সময় বইয়ের সমালোচনাও সামিল হয়ে পড়ে। প্রথম বর্ষের কার্তিক সংখ্যাতেই ‘নতুন গ্রন্থের সমালোচনা’র কথা সম্পাদক জানিয়ে দেন। তবে সমালোচনা অর্থে বইয়ের প্রশংসা বা নিন্দা নয়, তাও তিনি উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থ পাঠে সুখলাভ বা জ্ঞানলাভের পাশাপাশি তার সমৃদ্ধির প্রতি যেমন সমালোচকের স্পষ্টতা প্রয়োজন, তেমনই তাতে লেখকের ভ্রান্তিদর্শনও সমালোচনার অঙ্গ, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ‘বঙ্গদর্শন’-এ বইয়ের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য অচিরেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে নূতন বইয়ের অভাবে নয়, বরং তার প্রাচুর্যেই পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় গুটিকতক সারবান বইয়ের হদিশে সম্পাদকের উদ্দেশ্য আপনাতেই ব্যাহত হয়। ১২৮১-এর মাঘ সংখ্যার ‘বঙ্গদর্শন’-এ সম্পাদক তাঁর সমালোচনার ব্যর্থতাকে বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর সেই মোক্ষম পাচনবাড়ি অব্যর্থ লক্ষ্যে হাসিল করেছেন। একে পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা বাক্ত করে যেটুকু বিনয় প্রকাশ করেছেন, তার পরে ‘অনবকাশ’-এর কারণে অবিনয়ী হয়ে উঠেছেন ‘আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। ‘বৃত্রসংহার’ ‘কল্পতক’ বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছু আমাদের আর স্মরণ হয় না।’ স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে বিরত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি। বিষয়টি তাঁর অমর সৃষ্টি অহিফেনসেবী কমলাকান্তের ‘বড়বাজার’ (বঙ্গদর্শন’ ১২৮১ -এর আশ্বিন) পরিক্রমাতেই তার করুণ পরিণতি সরস ব্যঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সেদিক থেকে নব্য লেখকদের অপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনা থেকে অব্যাহতির বিষয়ে আকস্মিক মনে হয় না। কিন্তু তাতে তো তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথে বিরতি এসে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা তাঁকে যে স্বস্তি দেয়নি, এটা অনুমানের জন্য কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নেই। কেননা বাংলা সাহিত্যের লেখা ও লেখক সবেতেই তাঁর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সেক্ষেত্রে নতুন লেখকদের ‘অপক্ক কদলী’র প্রতি যেমন তাঁর মূল্যায়নের দৃষ্টি নিবন্ধ করার দায় ছিল, তেমনই হবু লেখকদের প্রতিও সে-দায় আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে রীতিমতো আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। নতুন লেখক বা হবু লেখকদের সামনে আদর্শ রাস্তা গড়ে তোলার দায় তাঁকে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে আড়ালে থেকে অনামে ‘প্রচার’ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সেই রাস্তার আত্মপ্রকাশ ছিল অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ‘প্রচার’-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। ‘প্রচার’-এর দিন-পনেরো পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ‘নবজীবন’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দুটি পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সমানে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকার হিসাবে নীতিবাগীশ পরিচয়কে সমুন্নত করে তুলেছেন।‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২), ‘দেবী চৌধুরাণী’ (১৮৮৪) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পর্বান্তরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ‘প্রচার’-এ ‘সীতারাম’ শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি লেখনীযুদ্ধে সামিল হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অথচ সেই পরিসরে ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেও তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধতায় কোনোরকম শিথিলতা লক্ষ করা যায় না। বরং তা ‘প্রচার’-এর আলোয় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’টি বঙ্কিমচন্দ্রের হবু লেখকদের প্রতি তাৎক্ষণিক নির্দেশিকা ভাবাটা সমীচীন নায়। কেননা তা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যদরদি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘদিনের চিন্তনের ফসল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ‘বঙ্গদর্শন’-এর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা নানাভাবে বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়েছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার তা অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য তাঁর লক্ষ্য নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে, সেকথাও তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। ‘বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ’-এর শেষে (‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৮২) তাঁর লেখনী সূচনার কথা স্মরণে এনে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে ‘চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।’ আবার যখন তার জেগে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তখন তাঁর হৃদয়বাসনার ক্ষরণও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১২৮৪-এর বৈশাখে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ পুনরায় প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র বিনয়ের সঙ্গে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছেন ‘এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিয়া, আশীর্বাদ করিতেছি যে, ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।’ সেই বাসনাও তাঁর অকালেই ঝরে পড়লেও তাঁর মনেপ্রাণের কথাটি বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হয় না। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলেও ছিল দেশসেবার আদর্শ। সেই আদর্শের প্রতি তাঁর সতৃষ্ণ দৃষ্টি আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল । সেক্ষেত্রে ‘বন্দে মাতরম’-এর দেড়শ বছর পূর্তির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণ করা একান্ত জরুরি ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটার তালিকায় নাম নেই নদিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাপতির, পরিবারেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই নদিয়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সজল বিশ্বাস-সহ তাঁর পরিবারের। ইতিমধ্যে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে রানাঘাটি মহাকুমা শাসকের কাছে। আর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তৃণমূল নেতা তথা নদিয়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এই সজল বিশ্বাসের নাম তালিকা না থাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কিন্তু কেন ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই সজল ও তাঁর পরিবারের? এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সজল বিশ্বাস নিজে জানান, '২০০২ সালে তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। অর্থাৎ ১৭ বছর বয়সে কারোরই ভোটার তালিকায় নাম ওঠে না।' সজল বিশ্বাস দাবি করেন, তিনি স্থানীয় স্কুল এবং কলেজেই পড়াশোনা করেছেন তার প্রমাণও কাছে রয়েছে। এটা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে মনে করছেন তিনি। তাহলে কি নদিয়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির গায়ে বাংলাদেশি তকমা লাগাতে চাইছে বিজেপি, এমনটাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এ বিষয়ে শান্তিপুর ব্লক

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের শাসক দলের একজন নেতা এমনিক পদাধিকারীর যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, খুঁজলে আরও অসংখ্য এমন নাম বেরোবে। আর সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস ভয়ে আন্দোলনে যেতে চাইছে। তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতে পেরে গেছে রাজ্যে এসআইআর হলে তাদের কি পরিণতি হতে পারে।' তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে জেলায় যদি এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে।

'ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেওয়া'র হুমকি হরিণঘাটার পুরপ্রধান দেবাশিস বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'ডিটেনশন ক্যাম্প ভেঙে চুড়ে গুঁড়িয়ে দেবো! কোথাও যদি ডিটেনশন ক্যাম্প হয়!' মন্তব্য নদিয়ার হরিণঘাটা পুরসভার পুরপ্রধান দেবাশিস বোসের।

গত দু'দিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিবাদ সভায় হরিণঘাটা থানার জাগুলিয়া মোড়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ডিটেনশন ক্যাম্প ভেঙে ফেলার মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের হরিণঘাটা পুরসভার পুরপ্রধান। যদিও তাঁর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন দলেরই হরিণঘাটা টাউন সভাপতি। তাই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, 'বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।' তবে দেবাশিস বোস আরও বলেন, 'বিজেপি একটি দাঙ্গাবাজ পার্টি। এসআইআর জাতি দাঙ্গা লাগানোর জন্য ব্যস্ত।

এরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, এরা বর্ণ নিয়ে রাজনীতি করে। জাতি দাঙ্গার দিকে ভারতবর্ষে এগিয়ে চলেছে।' 'এনআরসি, সিএএ-র নামে মানুষকে ক্রীতদাস করা হচ্ছে' বলেও মন্তব্য পুরপ্রধান দেবাশিস বোসের। যদি ওই বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক বিজেপির সম্পাদিকা মীনাক্ষী দে জানান, 'সিএএ নিয়ে কারা ভয় পাচ্ছে, যারা ভারতীয় নন। কারা সমালোচনা করছে, যারা ভারতীয় নন। ভারতীয়দের সিএএ-নিয়ে তো ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। আর পুরসভার যিনি পুরপতি, তিনি কিভাবে এমন কথা বলেন তা আমার জানা নেই। তিনি ভারতীয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। উনি যদি ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দিতে চান তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। স্বাধীনতার পরে প্রায় আটবার সিএএ হয়েছে। যারা প্রকৃত ভারতীয় তাদের ভয় পাওয়ার কথা নয়। আর তৃণমূল কংগ্রেস গোটা প্রক্রিয়া থেকে নিয়ে অপপ্রচার ও বিভ্রান্ত করছে।'

হুগলির চাঁপদানিতে বাড়ি থেকে উদ্ধার দম্পতি ও সন্তানের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চাঁপদানি: একই পরিবারের তিন জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু। বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বাবা, মা ও মেয়ের দেহ। মৃতদের নাম মহম্মদ কয়ামুদ্দিন (৪০), মমতাজ পারভিন (৩২) ও আফসা (৮)। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রী ও মেয়েকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী হন কয়ামুদ্দিন। হুগলির চাঁপদানির অ্যাঙ্গাস এলাকার ঘটনা। শনিবার সকালে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তিনজনের মৃতদেহ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়ামুদ্দিন ব্যারাকপুর আদালতে এক মুহুরির কাছে কাজ করতেন। বাজারে অনেক টাকা ধারদেনা হওয়ায় বাবাকে জমি বিক্রি করার কথা বলেছিলেন। বাবা, মা থাকেন চন্দননগরে। দু'জনেই অসুস্থ। জমি বিক্রি করে দিলে, তাঁদের কী হবে, তা ভেবে জমি বিক্রি করতে রাজি হননি কয়ামুদ্দিনের বাবা, মা। সেই টানাপড়েনের মধ্যেই শনিবার সকালে কয়ামুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী, সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়। দেহগুলি ময়নাতদন্তে্ন্র জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ঘর থেকে একটি স্যুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের ডিসিপি অলকনন্দা ভাওয়াল জানান, 'পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে এই ঘটনা কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বর্ধমানে কবি সাহিত্যিকের মিলনমেলা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হল নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিজয়া ও দীপাবলি সম্মিলনী। এক কথায় বলা যেতে পারে এটা ছিল একটা মিলন মেলা। অনুষ্ঠানে সংগঠন এর সভাপতি কাশীনাথ গাঙ্গুলী, অনুষ্ঠানে বর্ধমান শাখার সদস্য ছাড়াও শহর বর্ধমানের বহু কবি, সাহিত্যিক ও গানের জগতের শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই সভাপতি কাশীনাথ গাঙ্গুলি বিজয়া ও দীপাবলির তাৎপর্য সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন ও সকলকে শুভেচ্ছা জানান। প্রধান অতিথি ছিলেন কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক ড. দেবেশ ঠাকুর,বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান শিক্ষক সাহিত্যিক অরুণাভ চক্রবর্তী, শুভেচ্ছা জানান সাহিত্য গবেষক বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক নিখিল চক্রবর্তী, প্রণব মুখার্জি, শিক্ষাবিদ মানব সরকার, নিতাই মুখার্জি, সাংবাদিক দুরন্ত নাগ, মৃদুল কুমার মিত্র। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক অর্জুন ধারা। সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন, দেবনাথ মুখার্জী, শাখা সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সঙ্গীতে অংশ নেন রিতা সাউ, লিলি দাস, তারা সরকার, মিতা মণ্ডল-সহ বিশিষ্টজনেরা। এছাড়াও অধ্যাপক সুজিত চট্টপাধ্যায়, সমাজসেবী আনোয়ার আলি, আইনজীবী উদয় শঙ্কর কোনার বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। কবি সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট নাট্যকার দেবেশ বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'বর্তমান সময়ে সাহিত্য চর্চার বিষয়গুলো যুব সমাজ থেকে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ এই সাহিত্যচর্চাই আগামী প্রজন্মের কাছে বলতে পারা যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যা সমাজকে আরও সুন্দর করে গঠন করতে পারে।'

খাবারে বিষক্রিয়া অসুস্থ ৬০ পড়ুয়া: আউশগ্রামের পিচকুড়ি মাদ্রাসার প্রায় ৬০ জন পড়ুয়া একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সন্দেহ করা হচ্ছে খাবারে বিষক্রিয়া থেকেই এতজন আবাসিক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তরিঘড়ি অসুস্থদের উদ্ধার করে গুসকরা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আপাতত চিকিৎসাধীন তারা। জানা গিয়েছে, পিচকুড়ি মাদ্রাসায় প্রায় ২৫০ আবাসিক পড়ুয়া রয়েছে। সকাল নাগাদ ৭-৮ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। পেটে যন্ত্রণা, বমি ও পাতলা পায়খানা ছিল উপসর্গ। বিকেলের পর থেকে সংখ্যা বাড়তে থাকে।

দুর্ঘটনার কবলে বাংলাদেশি পুণ্যার্থীবোঝাই বাস, ত্রাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: বাসে চেপে বুদ্ধগয়া যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো বাংলাদেশি পূর্ণার্থী বোঝাই একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত মসুণ্ডা এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, বাসটি বুদ্ধগয়া যাওয়ার সময় একটি কন্টেইনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় কম-বেশি ১৮ জন বাংলাদেশি পূর্ণার্থী আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শক্তিগড় ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা এবং জামালপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটি বাসে প্রায় ১০০-র বেশি পূর্ণার্থী বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পরে সমস্ত বাস দাঁড়িয়ে যায় রাস্তার ধারে।। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে সমস্ত পূর্নার্থীর জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পংজাব এণ্ড সিংধ বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) | Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

নিউ আলিপুর শাখা (K0911)
৩৫/৭, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩, ই-মেইল: K0911@psb.co.in

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৪.০৭.২০২৫ তারিখের একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি** করে ঋণগ্রহীতা (গণ)- (১) **মেসার্স ইউনাইটেড স্যানিটারি, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী রূপা দেআশী, (২) শ্রীমতী রূপা দেআশী,** স্বামী- সন্দীপ দেআশী, (৩) **সন্দীপ দেআশী,** পিতা- মনোরঞ্জন দেআশী, ঠিকানা- ১১, মতিলাল নেহেরু রোড, ওয়ার্ড নং ৮৫, কলকাতা-৭০০ ০২৯, থানা- লেক, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **১৮,৬৯,৫৮৩.৫৮ টাকা** (আঠারো লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত তিরাশি টাকা ও আটান্ন পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৩০ শে অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১৮,৬৯,৫৮৩.৫৮ টাকা** (আঠারো লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত তিরাশি টাকা ও আটান্ন পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ- ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির সকল, যার উপর এখন একটি পুরনো তিনতলা ইটের তৈরি আবাসিক ভবন রয়েছে। এই জমিটি কেএমসি প্রেমিসেস ১১, মতিলাল নেহেরু রোড, ওয়ার্ড নং ৮৫, কলকাতা - ৭০০ ০২৯, থানা - লেক, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা অফিস - আলিপুরের ১ নং এবং এ.ডি.এস.আর. অফিস আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে অবস্থিত সম্বোধিত ১ নং এর মালিকানাধীন এবং সিইআরএসএআই অ্যাসেট আই.ডি -২০০৩৪৩৪১৭৫২। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- ১২, মতিলাল নেহেরু রোড। দক্ষিণ দিকে- ২৬/১এ, মনোহর পুকুর রোড। পূর্ব দিকে- অন্যান্য জমি ও বাড়ি। পশ্চিম দিকে- রাস্তা দ্বারা।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৫ | **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা | **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সিআইটি নিউ রোড শাখা
পি-১২, স্কিম ৫২, সিআইটি নিউ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৭.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী মদন কুমার রাম** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩২,২৬,৬৯২.৭০ টাকা (বত্রিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশো বিরানব্বই টাকা এবং সত্তর পয়সা) (৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক বকেয়া) এবং ০১.০৭.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ ০.৩৫ শতাংশ আরবিএলআর নীচে, বর্তমানে ৮.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে মাস অন্তর গৃহ ঋণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী,** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩১ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩৩,০৫,৬১৪.১৮ টাকা (তেত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার ছশো চোদ্দ টাকা এবং আঠার পয়সা) (২৯.১০.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক বকেয়া) এবং ৩০.১০.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ ০.৩৫ শতাংশ আরবিএলআর নীচে, বর্তমানে ৮.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে মাস অন্তর গৃহ ঋণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২, ৫মতলে, আরসিসি কাঠামোর নির্মাণ, জি-৪ তলা ভবন, অবস্থিত হোল্ডিং নং/প্রেমিসেস নং ১৮৮, জেএল নং ১১, খতিয়ান নং ৮৭, দাগ নং ২৬৫, মৌজা : লস্করহাট, লস্করহাট, অ্যাসেসি নং ৩১১০৭০৮০১৮৮০, ওয়ার্ড নং ১০৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : কসবা (পূর্বতন তিলজলা), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন : ৭০০০৩৯, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭০ বর্গফুট কমবেশি, এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ।

ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি		জমি এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি	
উত্তরে	লবি এবং লিফট	উত্তরে	পুতুলাল খেওলা এর প্লট
দক্ষিণ	খোলা জায়গা	দক্ষিণে	১০ ফুট সাধারণ চলার পথ
পূর্বে	খোলা জায়গা	পূর্বে	ধনেশ্বরী যাদব এর প্লট
পশ্চিমে	দক্ষিণ পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাট এবং সিঁড়ি	পশ্চিমে	ডি রায় এর প্লট

তারিখ : ৩১.১০.২০২৫ | স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা | ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ (তপশিল - ৩)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বহরমপুর মেন শাখা
৩১৫, নেতাজি রোড, খাগরা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **৩১.০৭.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী আমজাদ হোসেন এবং জামিনদাতা শ্রীমতী মাসুমা সরকার বহরমপুর মেন শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,৬৮,৯৭৩.০০ টাকা** (যোলো লাখ আটষট্টি হাজার নশো তিয়াত্তর টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৬,৬৮,৯৭৩.০০ টাকা** (যোলো লাখ আটষট্টি হাজার নশো তিয়াত্তর টাকা) দাবি নোটিশের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জমি এবং ভবন অবস্থিত খতিয়ান নং এলআর ৫৩৪৬, এলআর প্লট নং ৩৩৪/৯২৮, জেএল নং ৭৯, ডন বসকো নগর, গ্রাম : শিবনগর বাদারপুর,এরিয়া ১৪৩৭.৪৮ বর্গফুট, দলিল নং ১-১১২২৯ তারিখ ৩০.১২.২০১০, এডিএসআর সদর -বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির পরিমাপ :** চৌহদ্দি : উত্তরে : ৩১ ফুট ০৩ ইঞ্চি; দক্ষিণে : ৩১ ফুট ০৩ ইঞ্চি; পূর্বে : ৪৬ ফুট ০১ ইঞ্চি; পশ্চিমে : ৪৬ ফুট ০১ ইঞ্চি;**সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট সড়ক; দক্ষিণে : লেআউট প্লট নং ২১ এবং ২৫; পূর্বে : লেআউট প্লট নং ২০; পশ্চিমে : লেআউট প্লট নং ১৮৫।

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর | ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI [illegible] ই-মেইল : sbi.05171@sbi.co.in
সংশোধনী
১০.১০.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত আমাদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে। ঋণগ্রহীতার নাম- **শ্রী কল্যাণ দাস। দখলের ধরন এর অধীনে 'বাস্তবিক'** -এর পরিবর্তে **"প্রতিকী"** পড়তে হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **২৭.১১.২০২৫** তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে **২৮.১১.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না। যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের **৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে** দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪২৬০৭৭৬১০০০০৬৯৫ এবং বাঁকুড়া শাখা	দেবদুলাল মুখার্জি	পিতা মদন মোহন মুখার্জি লালবাজার ডিপোগোরা নূতনপটি মনসা মেলা, বাঁকুড়া পব - ৭২২১০১	১০.৯৪ গ্রাম
৪১৮৬৭৭৬১০০০০৪৮৪ এবং আপকার গার্ডেন শাখা	এ.এন. ভ্যারাইটি স্টোর্স	স্বত্বাধিকারী সবিতা দেবী এম ৩/২ উত্তর রোড, বার্নপুর আসানসোল, পব - ৭১৩৩২৫	২৮.৮৬ গ্রাম

তারিখ : ০১.১১.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর | ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল ৮(১)]

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড
পোস্ট-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: comurshidrec@pnb.co.in

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) মইদুল ইসলাম, পিতা-কাজিমুদ্দিন শেখ খ) ভাদুড়িয়াপাড়া শাখা (বিও-১০৯৫২০)	জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা ভাদুড়িয়াপাড়া মৌজায় অবস্থিত , জে.এল. নং ৪২, আর.এস. ও এল.আর. প্লট/দাগ নং ১০৫, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৫৮৪। জমির প্রকৃতি - বাড়ি। এলাকাটি মোট ১০.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের **মইদুল ইসলাম,** পিতা মৃত কাজিমুদ্দিন শেখ-এর নামে নিবন্ধিত। বিক্রয় দলিল হিসাবে **২০১৭ সালের ৩৭২ নং হেবা দলিল এবং ২০২২ সালের ৩০২৯ নং হেবা দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত,** যা মুর্শিদাবাদের ডোমকল এ.ডি.এস.আর. অফিসে নিবন্ধিত। **চৌহদ্দি:** উত্তরে- রাস্তা। দক্ষিণে- রফিউদ্দিনের বাড়ি। পূর্বে- আহসান শেখের বাড়ি। পশ্চিমে- মতিয়ার রহমানের বাড়ি।	ক) ১৪/০৭/২০২৫ খ) ৩১/১০/২০২৫ গ) ১২,৬৯,৭৩৯.৩৫ টাকা (বারো লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত উনচল্লিশ টাকা ও পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)।২৭/০৫/২০২৫ অনুযায়ী, এর সাথে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি যুক্ত হবে।

তারিখ: ৩১.১০.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: ভাদুড়িয়াপাড়া, ফরিদপুর | পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় তল, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুল ৮(৬) এবং ৬(২) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার **১২.০৮.২০২৫ তারিখে** প্রতীকী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১. **শ্রীমতি ইলিন প্রামাণিক** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), স্বামী বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, **ঠিকানা :** ৭৬ বিবেকানন্দ পার্ক,মহাত্মা গান্ধি রোড, হরিদেবপুর,কলকাতা পৌর সংস্থা, কলকাতা - ৭০০০৮২। ২. **শ্রী বিশ্বজিৎ প্রামাণিক** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা সত্যজিৎ প্রামাণিক, **ঠিকানা :** ৭৬ বিবেকানন্দ পার্ক, মহাত্মা গান্ধি রোড, হরিদেবপুর,কলকাতা পৌর সংস্থা, কলকাতা - ৭০০০৮২। অ্যাকাউন্ট নং : **৫০৪৯৩৭৯৪১৯,** শাখা : **রিচি রোড শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট একতলায়, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ভবনের পরিমাপ ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ভবন অবস্থিত মৌজা : সিরিটি, জেএল নং ১১, তৌজি নং ৮, খতিয়ান নং ৩৪, দাগ নং ৭৮২, থানা : হরিদেবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৫ অধিক্ষেত্রে, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৬৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, (ডাক ঠিকানা : ৭৬ বিবেকানন্দ পার্ক), পো এবং থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০৮২, **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** নগেন্দ্র নাথ দাস এর জমি; **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** জমি দাগ নং ৭৮২; **পশ্চিমে :** লাল মোহন মজুমদার এর জমি।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ১৪,৭৭,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৪৭,৭০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB5049379419 ছ) ১৫,০০,৬১৭.০০ টাকা (পনের লাখ ছশো সতের টাকা) ১৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১২.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.BAANKNET@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩১৫২২৩
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫ | স্বা/-
স্থান : কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

HINDUJA HOUSING FINANCE
হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড
৭/১, লর্ডস সিনহা রোড, লর্ডস বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০৭১
পরিশিষ্ট ৪ দখল বিজ্ঞপ্তি রুল ৮(১)

যেহেতু, নিম্ন স্বাক্ষরকারী হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড -এর একজন অনুমোদিত অফিসার হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (উক্ত আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (উক্ত রুলস) এর সেকশন ১৩(১২) এবং রুল ৩ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নিচে কলম (৩)-এ উল্লিখিত তারিখে নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং অন্যদেরকে, নিচে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী, নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকরা তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এই নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকদের এবং সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, স্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিচে উল্লিখিত তারিখে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকদের এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো লেনদেন করলে তা নিচে উল্লিখিত অর্থের জন্য হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	বকেয়া পরিমান (টাকায়) বর্তমান তারিখ অনুযায়ী	ক) ১৩ (২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১। শ্রী নিত্য কুমার সাহা (ঋণগ্রহীতা) ২। শ্রীমতী পলি সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা) উভয়েরই বাসস্থান- ফ্ল্যাট ২সি, ২য় ফ্লোর, ৫৫৮, পূর্ব সিঁথি বাই লেন, অরুণ মুদির কাছে, দমদম, কলকাতা, মেট্রো কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০ ০৩০।	WB/KLK/ KLKT/A00 0000025	৪০,২০,৭৩৬/- টাকা (চল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার সাতশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক) ০৩-০৫-২০২৫ খ) ২৮-১০-২০২৫	২ কাঠা ১২ ছটাক ১৯ বর্গফুট পরিমাপের জমি, যা বনমালিপুর মৌজায় অবস্থিত , জে.এল. নং ৮০, আর.এস. নং ২২৬, আর.এস. দাগ নং ৬০, আর.এস. খতিয়ান নং ৯০, ৯২ এবং ৯৪ এর অধীনে, বারাসাত পৌরসভার ০১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, থানা-বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।
১। শ্রী অংশুমান দাস ২। শ্রীমতী সাবিত্রী দাস **উভয়েরই বাসস্থান**-নাথপুকুর, বামনপুকুর, শীতলা মন্দির, বামনপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩৪২৫, বামনপুকুর বাস স্টপের কাছে, সেমি আরবান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭৪৩৪২৫। ৩। শ্রী সৌরভ দাস বামনপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, বামনপুকুর, সেমি আরবান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭৪৩৪২৫।	WB/KLK/ KLKT/A00 0000339 এবং WB/KLK/ KLKT/A00 0000428	২০,০০,০০০/- টাকা (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) ১,৫২,০০০/- টাকা (এক লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র)	ক) ১৩-০৯-২০২৩ খ) ৩০-১০-২০২৫	এলাকা- ১৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি, যার সাথে প্রায় ২০০ বর্গফুট পরিমাপের টিনের ছাউনিযুক্ত কাঠামো রয়েছে। দাগ নং- ১৪৪৪ (এল.আর.), খতিয়ান নং ৩১৭ (দলিল অনুসারে) এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১২৫/১ (পরচা অনুসারে)। জে.এল. নং- ৯০/৩৩, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। মৌজা - বামনপুকুর, কুশাংরা, হাটডাঙ্গা এবং শাওগাছি। থানা - মিনখা। বামনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর সীমার মধ্যে। চৌহদ্দি- উত্তর - বলরাম দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ - হিমাংশু দাসের সম্পত্তি পূর্ব- জ্যোতিষ প্রামাণিকের সম্পত্তি, পশ্চিম- ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা।
১। শ্রী জহর সাঁতরা (ঋণগ্রহীতা) ২। শ্রীমতী পূজা সাঁতরা (সহ-ঋণগ্রহীতা) উভয়েরই বাসস্থান- কোনা পশ্চিম দাসপাড়া, হাওড়া, পিন - ৭১১১১৪, হাওড়া, বেকার সমিতি ক্লাব, সেমি আরবান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১১১১৪।	WB/KLK/ KLKT/A000 000255 এবং WB/KLK/ KLKT/A000 000385	১৫,০০,০০০/- টাকা (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ২,২৫,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	ক) ১৩-০৯-২০২৩ খ) ২৯-১০-২০২৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যা প্রায় ১ কাঠা ১৫ ছটাক বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের, তার উপর নির্মিত দ্বিতল (অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী জি +১) ভবন সহ, যা কোনা মৌজায় অবস্থিত , থানা - লিলুয়া, জে.এল. নং ০৭ (পুরাতন), নতুন ৭০১, যার চৌহদ্দি -খতিয়ান নং ৭৭৫, ১২৩/১ (পুরাতন), ৪১৯০ (নতুন), দাগ নং ৭৫১, ডি.এস.আর.ও. হাওড়া, জেলা- হাওড়া অনুযায়ী নিম্নরূপ- উত্তর- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ। দক্ষিণ- দাগ নং ৭০১ এর জমি। পূর্ব- দাগ নং ৭০১ এর জমি। পশ্চিম- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।

স্থান- কলকাতা, তারিখ- ০২/১১/২০২৫ | স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড

শংসাপত্র পেতে পড়ুয়াদের থেকে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত ১৫০০ টাকা

ফের বিতর্কে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছাত্র-ছাত্রীদের যে কোনও ধরনের শংসাপত্র নিতে গেলে তৎকালীন পরিস্থিতিতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত ১৫০০ টাকা। সাধারণভাবে সেই শংসাপত্র নেওয়ার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা ধার্য রয়েছে। তাই অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছেন একাংশ পড়ুয়ারা। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত ফিজ নেওয়ার বিষয়টিও সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও এক পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মীর সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল করেছে। (যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা)। আর যাকে ঘিরে আবারও বিতর্কের মুখে পড়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

যদিও, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত পাঁচ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি ও অর্থ দপ্তরের অনুমোদনে এই টাকা নেওয়া হচ্ছে। এখানে বিতর্কের কোনও বিষয় নেই। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে কোনও সেমিস্টারের পড়ুয়াদের বিভিন্ন শংসাপত্রের প্রয়োজন হলে তা দেওয়ার জন্য ৫০০ টাকা ফিজ নেওয়ার ব্যবস্থা ধার্য রয়েছে। সেই শংসাপত্র দেওয়ার শেষ সময় রয়েছে ২০ থেকে ২৫ দিন। পাশাপাশি জরুরি ক্ষেত্রে যদি শংসাপত্রের প্রয়োজন হয়, তাঁর জন্য ৭২ ঘণ্টা সময়সীমা রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ফিজ হিসাবে ১৫০০ টাকা নেওয়া হয়ে থাকে। এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং অর্থ দপ্তরের নির্দেশ নিয়ে লাঘু করা হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে অপর এক পড়ুয়াকে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন, সেখানে ওই কর্মী বলছেন, 'তৎকাল পরিস্থিতিতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শংসাপত্র পেতে গেলে ১৫০০ টাকা দিতে হবে। আর দেরি করে পেতে গেলে ৫০০ টাকা ফিজ নির্ধারিত রয়েছে।' এই ভিডিওই ভাইরাল হতেই বিতর্ক তৈরি হয়।

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত এক্ষেত্রে নেওয়া উচিত ছিল। কর্তৃপক্ষের নিজেদের খেয়াল খুশিমতো এককালীন টাকা ধার্য করে পড়ুয়াদের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায় বলেন, 'এটা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা ও অনুমোদন নিয়ে কাজ করছে। এখানে ব্যক্তিগতভাবে কেউ অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে না। সুতরাং এটা নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কিছু নেই।' গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক বিশ্বরূপ সরকার বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের প্রফেশনাল সার্টিফিকেট, ডুপ্লিকেট এডমিট কার্ড, ডুপ্লিকেট মার্কশিট, ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট-সহ বিভিন্ন ধরনের যে শংসাপত্রগুলি আছে ছাত্রছাত্রীদের, সে ক্ষেত্রে দুই রকম ফিজ নেওয়ার ব্যবস্থা ধার্য রয়েছে। একটা হচ্ছে তৎকাল, যেটি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরটি হচ্ছে সাধারণ। যেটি ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও অর্থ দপ্তরের নির্দেশ মেনে এক্ষেত্রে তৎকালে ১,৫০০ টাকা এবং সাধারণ ভাবে নেওয়ার ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা ধার্য করা রয়েছে। সম্পূর্ণটা সরকারি নিয়ম মেনে করা হয়েছে।'

সাংসদ তহবিলের বরাদ্দ অর্থে রাস্তা তৈরি না হওয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাংসদ তহবিলের বরাদ্দ অর্থে রাস্তা তৈরি না হয় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। অভিযোগের কাঠগোড়ায় স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারও। টেন্ডার হওয়ার সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও শুরু হয়নি কাজ বলে অভিযোগ। যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি ফরেস্ট বাগান এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় প্রবেশের পথে ১০০ মিটার রাস্তার বেহাল দশা। বছরের বেশিরভাগ সময় জলকাদা জমে থাকে। টোটো উল্টে ঘটে দুর্ঘটনা। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী সুবল মণ্ডল, বিনয় হালদারদের বক্তব্য, 'প্রায় সাত মাস আগে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু এলাকার এই রাস্তা নতুনভাবে তৈরির জন্য চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। সেই সময় টেন্ডার হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে আর কাজ হয় নি। বেহাল রাস্তার কারণে এই এলাকার প্রায় ২০০ পরিবার সমস্যার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। আমাদের ধারণা কাজ না করেই ওই রাস্তার বরাদ্দ অর্থ তছরূপ করেছে কোনও ঠিকাদারি সংস্থা। আর এর পিছনে অবশ্যই শাসকদলের মদত রয়েছে।' মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্য শিবু মণ্ডল বলেন, 'মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে বিজেপি সাংসদ রাস্তা তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু সেই টাকা তছরূপ করেছে তৃণমূলীরা। তাই মানুষ এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছে। পুরো বিষয়টি আমরা প্রশাসনের নজরে এনেছি।' তৃণমূলের পুরাতন মালদার ব্লক সভাপতি সুদীপ্ত রায় বলেন, 'এই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিধায়ক অবশ্যই বিজেপি দলের। সাংসদ বিজেপির।

চন্দননগরে বিসর্জনে বিষাদের সুর, রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা

বনস্পতি দে ● রিষড়া

চন্দননগরে যখন জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের সুর বাজতে শুরু করেছে, রিষড়ায় তখন মহা আড়ম্বরে পুজো শুরু। প্রতি বছরের মতো এবারও বৃহস্পতিবার নবমী তিথি থেকে হুগলির শিল্প শহর রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়েছে। চলবে আরও চারদিন ধরে। যদিও শনিবারই চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জন রয়েছে। তার পরেও, রিষড়ায় পুজো চলবে। এবার রিষড়া রেল লাইনের পূর্ব ও পশ্চিম পাড় মিলিয়ে প্রায় ১০১টি বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে। থিমের অভিনবত্ব আর আলোকসজ্জায় চন্দননগরের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে তারা। রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোয় আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা লিও মেসিকে থিম করে এবার সবার নজর কাড়ছে বাঙ্গুর পল্লি। মেসির একাধিক মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ। মেসি যে সব ক্লাবের হয়ে খেলেছেন তাদের জার্সিও দেখতে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে রয়েছে মেসির জেতা বিভিন্ন ট্রফির রেপ্লিকা। আগামী ১৩-১৫ ডিসেম্বর ভারতে আসছেন মেসি। কলকাতাতেও তাঁর প্রদর্শনী ম্যাচ রয়েছে। মেসিকে ভারতে নিয়ে আসছেন ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্ত। তাঁর নিজের পাড়াতেই এই পুজো হচ্ছে। মেসির বাবা জর্জ মেসিকে এই মণ্ডপের ছবি ইতিমধ্যেই মেল করেছেন শতদ্রু। অন্য দিকে, রিষড়ার চণ্ডীতলা ইভনিং স্টার ক্লাবের পুজো ২৫ বছরে পড়ল। তাদের পুজোর থিম, 'বাংলার বেত শিল্প'। পুজোর দিনগুলিতে পংক্তি ভোজনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা সুবীর মুখোপাধ্যায়। রিষড়ার 'কোরাস' বারোয়ারির জগদ্ধাত্রী এবার ৩৫-তম বর্ষে পা দিল। তাদের থিম, 'ছাপার বিবর্তন।' পুজো মণ্ডপে মুদ্রনের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে তারা। গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের বহু আগে মানুষ হাতে খোদাইয়ের মাধ্যমে মুদ্রণের কাজ সারত। সেই খোদাই শিল্পকেই তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। বাঁশ, লোহা ও কাঠের মতো প্রাকৃতিক উপাদানের উপরে সূদ খোদাই শিল্পের নিখুঁত প্রকাশ ঘটিয়েছেন শিল্পীরা। পুজো কমিটির সভাপতি মানিকলাল বণিক বলেন, 'আমরা দেখাতে চেয়েছি, কী ভাবে খোদাই থেকে গুটেনবার্গের ছাপাখানায় পৌঁছেছে মুদ্রণের অগ্রগতি।'

ঠাকুরবাড়িতে নতুন ফাটল

সুব্রত ঠাকুরের নেতৃত্বে তৃতীয় মতুয়া সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মতুয়া বাড়িতে নতুন ফাটল। সুব্রত ঠাকুরের নেতৃত্ব শুরু হতে চলেছে তৃতীয় মতুয়া সংগঠন। এতদিন ঠাকুরবাড়িতে মমতা ঠাকুর এবং শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে দু'টি মতুয়া সংগঠন চলত। দুটি সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আবার একই। শান্তনু ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি ছিলেন শান্তনু ঠাকুর এবং তার দাদা সুব্রত ঠাকুর। এবার একই রেজিস্ট্রেশনে তৃতীয় সংগঠন করতে চলেছেন সুব্রত ঠাকুর এমনটা জানালেন সুব্রত ঠাকুর। আগামী ৪ নভেম্বর তাঁর সংগঠনের ঘোষণা করবেন তিনি। তবে কী কারণে তিনি নতুন সংগঠন করছেন, সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চাননি। ওইদিনই বিষয়টি জানাবেন বলে জানিয়েছেন সুব্রত ঠাকুর। সুব্রত সংগঠন প্রসঙ্গে মমতা ঠাকুর বলেন, 'সুব্রত ঠাকুরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ছেলে হিসাবে তাঁর অধিকার পাওয়া উচিত। সংগঠন সে করবেন কি-না করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বৈঠক করবেন 'মহাগুরু': সামনেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। বঙ্গে রাজনীতির পারদ চড়া। এরই মাঝে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আসছেন 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে এই খবর চাউর হতেই প্রবল উৎসাহ তৈরি হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, আগামী ৪ নভেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে আসবেন মিঠুন চক্রবর্তী। বালুরঘাটে রবীন্দ্রভবনে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। সেদিন সকাল দশটায় এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ) আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৬,১১,১০৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ এগার হাজার একশ সাত টাকা)** (বিবি ২০,৪৯,১১০.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৫,৬১,৯৯৭.০০ টাকা) **৩১.১০.২০২৫** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা সুজিত বিশ্বাস,** পিতা শিশির কুমার বিশ্বাস, যশরা মিত্র পাড়া, চাকদহ, নদিয়া - ৭৪১২২২। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি, ৫মতলে, মাতৃভূমি কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, বি-৬/২৭২, কল্যাণী, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫। **জামিনদাতা : শ্রীমতি সোমা দে বিশ্বাস,** স্বামী সুজিৎ বিশ্বাস, চাকদহ,রবীন্দ্রনগর, নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২ কাছ থেকে।

নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : সুজিৎ বিশ্বাস** পিতা শিশির কুমার বিশ্বাস, যাশরা মিত্র পাড়া, চাকদহ, নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি, ৫মতলে, মাতৃভূমি কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি,বি-৬/২৭২, কল্যাণী, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫। **জামিনদাতা : শ্রীমতি সোমা দে বিশ্বাস,** স্বামী সুজিৎ বিশ্বাস, চাকদহ,রবীন্দ্রনগর, নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট **সুজিৎ বিশ্বাস,** পিতা শিশির বিশ্বাসের নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৩০৩-০০৫৭৭/২০১৮ তারিখ ০৫.০২.২০১৮ এবং বি-৬/২৭২, ফ্ল্যাট বি, ৫মতলে, উত্তর পূর্ব মুখী মাতৃ ভূমি কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., বি-৬/২৭২, কল্যাণী, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, কল্যাণী পুরসভা অধীন, এরিয়া ১০০০ বর্গ ফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে প্লট বি-৬/২৭৩, দক্ষিণে : প্লট বি-৬/২৭১, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : প্লট বি-৬/২৬৯।	**২৬,১১,১০৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ এগার হাজার একশ সাত টাকা)** (বিবি ২০,৪৯,১১০.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৫, ৬১,৯৯৭.০০ টাকা) **৩১.১০.২০২৫** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **২১,৩৪,০০০.০০ টাকা (*)** (একুশ লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা) খ) **২,১৩,৪০০.০০ টাকা** (দুই লাখ তেরো হাজার চারশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30256384616** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০১.১১.২০২৫, স্থান- কল্যাণী | অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.১১.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **অরিন্দম চ্যাটার্জি।** **ঋণগ্রহীতাগণের নাম : শ্রী অরিন্দম চ্যাটার্জি, বসবাসের ঠিকানা :** শান্তিনগর, বার্নপুর,পো : বার্নপুর, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩২৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং -৪সি, ৫মতলে, ব্লক বি,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩০ বর্গ ফুট গণপতি এনক্লেভ, জি-৪ তলা বাণিজ্যিক তথা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৮২/৪১০, শান্তি নগর রোড, পো : বার্নপুর, থানা : হীরাপুর , জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৫, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন (ওয়ার্ড নং ৮০),মৌজা : নরসিংহবাঁধ,জেএল নং ২১, সিএস প্লট নং ৯৯৪, আরএস প্লট নং ১৯৮৪, সিএস খতিয়ান নং ৬১৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৮ (৭৭৯/১)। **সম্পত্তি শ্রী অরিন্দম চ্যাটার্জির নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ১) রাখহরি দত্ত ২) প্রদীপ দাশগুপ্ত, ৩) প্রহ্লাদ মন্ডল এবং অন্যান্য পশ্চিমে : ১) ধরম নাথ শাউ,২)অশোক গোপ, উত্তরে : বংশী কুশওয়া এর ভবন, দক্ষিণে : ২৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং ১) রাজনারায়ণ কুর্মী। ২) রাম রঞ্জন সিদ্ধান্ত ৩) ত্রিশূল শর্মা ৪) গোপীচাঁদ সিং ৫) প্রিমিয়াল শাউ ৬) রাম সিং এর ভবন।	**ক. ২৭.০৬ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ২৩.০৭.২০২৪** **গ. ১৭.১০.২০২৪**	**১. ২৫,১২,০০০.০০ টাকা** **২. ২,৫১,২০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
২	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **সুধীর কুমার মাহাতো, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং শ্রীমতি জিরা দেবী মাহাতো, নিবাস ঠিকানা** : বার্নপুর, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ডি-৯, ৫মতলে,এম এফ প্লাজা, অবস্থিত মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৯৫১, এলআর প্লট নং ১১৪৪,আসানসোল,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তি সুধীর কুমার মাহাতো এবং শ্রীমতি জিরা দেবী মাহাতো এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : কালীদাস ভট্টাচার্য এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড, উত্তরে : সড়ক এবং আরপি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক।	**ক. ৩০.৪১ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ২৯.০৮.২০২৪** **গ. ১৬.১১.২০২৪**	**১. ২৫,৭০,০০০.০০ টাকা** **২. ২,৫৭,০০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.১১.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৪.১১.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.১১.২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য পনের (১৫) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ০১.১১.২০২৫ স্থান: দুর্গাপুর | **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৯.১১.২০২৫ (ক্রম নং ১) এবং ১০.১২.২০২৫ (ক্রম নং ২) অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ আদায় করা হবে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা লি.** **রেজি. অফিস :** ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮মতল, স্যুট নং ৭এ(১), কলকাতা ৭০০০৬৯, **ফ্যাক্টরি ঠিকানা :** জি টি রোড, কুলতোড়া, পো : সীতারামপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৫৯। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা ৭০০০২৩। **শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা (ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা ৭০০০২৩। **শ্রী দিব্যম গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা ৭০০০২৩। **শ্রীমতি সীমা গুপ্তা (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা ৭০০০২৩। **মেসার্স ডেস্টিনেশন টেক্সটাইলস প্রা লি.** ৯৪, ফিয়ার্স লেন,২য়তল, রুম নং ১০৪, কলকাতা -৭০০০১২। **খ) আলিপুর শাখা, কলকাতা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত শেড এবং নির্মাণ পরিমাপ ৩৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কুলতোড়া, জেএল নং ২১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, (খতিয়ান নং পর্চা অনুযায়ী ৯৩৫/১) জি টি রোড, আসানসোল , থানা : কুলটি চৌকি বর্ধমান, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৫৯। **সম্পত্তি শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৬৩৮ (অংশ), দক্ষিণে : ক্রেতার জমি এবং সড়ক, পূর্বে : ক্রেতার জমি, পশ্চিমে : শ্রীমতি সাগরী খাতুন এর জমি।	**৬,১৯,২৮,৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২,৩৩,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ টাকা) খ) **২৩,৩০,০০০.০০ টাকা** (তেইশ লাখ তিরিশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখে বা তার আগে সময়ে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30258881333** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.১১.২০২৫ থেকে ১৮.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রীমতি সীমা গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭মতল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার, পো এবং থানা : একবালপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং সি-২বি, ৩য়তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পো এবং থানা : একবালপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **শ্রী দিব্যম গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭মতল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পো এবং থানা : একবালপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং সি-২বি, ৩য়তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পো এবং থানা : একবালপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭মতল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পো এবং থানা : একবালপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং সি-২বি, ৩য়তল, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, পো এবং থানা : একবালপুর, কলকাতা ৭০০০২৩। **খ) আলিপুর শাখা,কলকাতা।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি-২বি, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, ৩য়তলে, ব্লক সি, ভবন কমপ্লেক্স পরিচিত আইডিয়াল টাওয়ার, প্রেমিসেস নং ৫৭, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা -৭০০০২৩। ঢাকা এরিয়া ১২৮১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৩৭.২ বর্গফুট কমবেশি) , স্টোর রুম নং ১ পরিমাপ আনুমানিক ১০৬ বর্গফুট কমবেশি একতলায় বেং ১ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস মাঝারি মাপের মোটর গাড়ি জন্য নং ৯৭, একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পো এবং থানা : একবালপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৩ উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১২৮৩৪ তারিখ ২২.১০.২০২২, **সম্পত্তি শ্রীমতি সীমা গুপ্তা, শ্রী দিব্যম গুপ্তা এবং শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা এর নামে। প্রেমিসেসের চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুরসভা সড়ক পরিচিত একবালপুর লেন, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ৫৭/২এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৫৭/ডি, ডায়মন্ড হারবার রোড,পূর্বে : অংশত পুরসভা সড়ক পরিচিত ডায়মন্ড হারবার রোড, এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৫৭/১, ডায়মন্ড হারবার রোড, পশ্চিমে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৩এ, ২৩বি, ২৩সি এবং ২৪ একবালপুর লেন এবং অংশত প্রেমিসেস নং ১৩ রজব আলি লেন। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশত খোলা এবং অংশত প্রধান প্রবেশ পথ, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ২এ, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	**১,২৩,৪০,৫৯৩.০০ টাকা (এক কোটি তেইশ লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশ তিরানব্বই টাকা) ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১,১৭,৪৭,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি সতের লাখ সাতচল্লিশ হাজার টাকা) খ) **১১,৭৪,৭০০.০০ টাকা** (এগার লাখ চুয়াত্তর হাজার সাতশ টাকা) ই-নিলাম তারিখে বা তার আগে সময়ে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB7293581613** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৫.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ৩১.১০.২০২৫ (ক্রম নং ১) এবং ১৮.১০.২০২৫ (ক্রম নং ২)
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লালু-রাবড়ি শাসন বিহারের জন্য অন্ধকার যুগ ছিল: জেপি নাড্ডা

সিওয়ান, ১ নভেম্বর: বিহারের ভোটারদের এনডিএর প্রতি ভরসা রাখার আবেদন জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বিহারে উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য নীতিশ কুমারকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নাড্ডা শনিবার বলেন, লালু-রাবড়ি শাসন বিহারের জন্য অন্ধকার যুগ ছিল।

তিনি বলেন, 'জাতীয় মহাসড়ক, রাজ্য মহাসড়ক, উন্নত সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে সব দিক থেকেই রাস্তার নেটওয়ার্ক রয়েছে। পাটনায় মেট্রোর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা ১ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের ইস্তেহারে ১ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

ভোটাধিকারের মাধ্যমে উন্নয়নকেই বেছে নেবেন বিহারের জনতা: পীযূষ গোয়েল

পাটনা, ১ নভেম্বর: ভোটাধিকারের মাধ্যমে উন্নয়নকেই বেছে নেবেন বিহারের জনতা। এ বিষয়ে আশাবাদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল শনিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে ৬ এবং ১১ নভেম্বর, বিহারের মানুষ তাদের ভোটের মাধ্যমে উন্নয়নকে বেছে নেবে। যারা জঙ্গলরাজ, দুর্নীতি এবং হিংসার রাজনীতি প্রচার করে এবং বাস্তবে যারা বিহারকে পিছিয়ে রেখে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করে, তাদের তারা জবাব দেবে। যদি কোনও ভুল করে, বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় না-আসে, তা হলে কংগ্রেস, লালু প্রসাদ যাদব এবং তেজস্বী যাদব আবারও এখানে জঙ্গলরাজ শুরু করবে, দুর্নীতি বাড়বে এবং তাদের সরকার মদের উপর নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেবে। আমি বিহারের জনগণকে এই ভুল না করার জন্য

অনুরোধ করছি। আমার বিশ্বাস এনডিএ সরকার বিহারে আবার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করবে এবং নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে জনগণের সেবা করবে।'

নভেম্বরের শুরুতেই স্বস্তি, ফের কমল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: নতুন মাসে দাম কমল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। খনিজ তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলির তরফে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমানোর কথা জানানো হয়েছে। নভেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে নতুন দাম। আগের মাসে বাণিজ্যক গ্যাসের দাম খানিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বার আবার দাম কমল। তবে রান্নার গ্যাসের (এনএসডিসি) সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত থাকছে। কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের ১৯ কেজি সিলিন্ডারপিছু দাম

কমে হচ্ছে ১৬৯৪ টাকা। আগের মাসের তুলনায় ৬ টাকা ৫০ পয়সা কমেছে। পুজোর মাসেও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৫০ টাকা ৫০ পয়সা কমে হয়েছিল ১৬৮৪ টাকা। তবে অক্টোবর মাসে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারপিছু দাম ছিল ১৭০০ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ পুজোর মাসের তুলনায় ১৬ টাকা ৫০ পয়সা বৃদ্ধি হয়েছিল। এই মাসে আবার ৬ টাকা ৫০ পয়সা দাম কমল। বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমলেও গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত থাকছে। নতুন মাসেও কলকাতার ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের মূল্য থাকছে ৮৭৯ টাকা।

কারুরে পদপিষ্টের ঘটনায় তৎপর সিবিআই, চলছে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত

কারুর, ১ নভেম্বর: তামিলনাড়ুর কারুরে পদপিষ্ট হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে সিবিআই-এর তৎপরতা শুরু হয়েছে। কারুরের ভেলুচামিপুরমে সিবিআই আধিকারিকরা শনিবার দ্বিতীয় দিনের তদন্ত শুরু করেছেন। একটি ৩ডি লেজার স্ক্যানার ডিভাইস ব্যবহার করে এদিন সিবিআই আধিকারিকরা পরিমাপ এবং ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু করেছেন। গতকাল তদন্তের প্রথম দিনে, ভেলুচামিপুরম এলাকায় ৩০০ মিটার বিস্তৃত একটি ৩ডি লেজার স্ক্যানার ডিভাইস ব্যবহার করে পরিমাপের কাজ করা হয়েছিল। শনিবারও চলছে তদন্তের কাজ। উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর কারুরে অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে-র সমাবেশে জড়ো হয়েছিলেন প্রায় ৩০ হাজার সমর্থক। সেখানেই পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। সেই ঘটনায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনারই তদন্ত করছে সিবিআই।

আসিয়ান ভারতের অ্যাক্ট-ইস্ট নীতির একটি অপরিহার্য অংশ: রাজনাথ সিং

কুয়ালালামপুর, ১ নভেম্বর: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে রাজনাথ সিং ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। রাজনাথ সিং বলেন, আসিয়ান ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ।

আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক প্লাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'ভারত আসিয়ান এবং প্লাস দেশগুলির সঙ্গে নিজস্ব প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান হিসেবে দেখে। আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক প্লাসের মধ্যে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি একটি উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিয়ম-ভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিকের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনের শাসনের উপর ভারতের জোর, বিশেষ করে সমুদ্র আইন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন এবং নৌচলাচল এবং আকাশপথে বিমান চলাচলের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন, কোনও দেশের বিরুদ্ধে নয় বরং সমস্ত আঞ্চলিক অংশীদারদের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার জন্য।'

৪-৫ নভেম্বর তুষারপাতের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১ নভেম্বর: আপাতত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ৪-৫ নভেম্বরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তারপর ৪-৫ নভেম্বর বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত।

৪ নভেম্বর সন্ধ্যা অথবা রাতের পর থেকে বদলাবে আবহাওয়া। ৫ নভেম্বর মূলত মেঘলা থাকবে আবহাওয়া। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকছে ওই সময়ে।

৫ নভেম্বর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের অনেক জায়গায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

৭টি রাজ্য ও দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: দেশের ৭টি রাজ্য ও দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু।

শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরির জনগণকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা!

এই প্রতিটি অঞ্চল ভারতের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি উন্নয়নের যাত্রায় নতুন মাইলফলক অর্জন করতে থাকুক। আমি অব্যাহত সমৃদ্ধি এবং কল্যাণের জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই।'

দিল্লিতে দূষণে জেরবার রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: বায়ুদূষণে জেরবার জাতীয় রাজধানী দিল্লি। শনিবারও দূষণে জর্জরিত দিল্লির বাতাস। দিল্লির আইটিও এলাকায় শনিবার ভোরে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ২৭০। পাশাপাশি অক্ষরধাম এলাকায় বাতাসের গুণগতমান ছিল ২৭২। লোধি রোডে 'মন্দ' বিভাগে ছিল বাতাসের গুণগতমান। দিল্লি এইমস এবং আশেপাশের এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স 'খারাপ' বিভাগে ২৯১ রেকর্ড করা হয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদও এদিন সকালে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কবলে ছিল। এতটাই ছিল দূষণ ছিল, চারিদিক ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়।

বিজ্ঞাপনের জন্য ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

গিয়ংজু, ১ নভেম্বর: বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্কের পর এবার ট্রাম্পের কাছ ক্ষমা চাইলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি। প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানকে নিয়ে কানাডায় একটি শুল্ক-বিরোধী বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল। তারপরই ক্ষুব্ধ হয়ে কানাডার ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজু শহরে এক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন কানাডার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'শুল্ক বিজ্ঞাপনটি নিয়ে ট্রাম্প ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে অবিলম্বে ক্ষমা চেয়েছি। আমেরিকা যখন প্রস্তুত হবে, তখন বাণিজ্য নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হবে।' সম্প্রতি কানাডার অন্টারিও প্রদেশে সরকারের তরফে

টিভিগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল। সেখানে প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের ১৯৮৭ সালের একটি ভাষণের ফুটেজ দেখানো হয়। ওই ভাষণে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শুল্ক গোটা বিশ্বে বাণিজ্য যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করতে পারে। এই বিজ্ঞাপনের পরই ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প। তিনি তাঁর সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশালে লেখেন, 'শত্রুতাপূর্ণ আচরণ এবং তথ্যের ভুল উপস্থাপনার কারণে আমি কানাডার উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করছি।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওই বিজ্ঞাপনটিকে 'প্রতারণামূলক' বলেও অভিহিত করেছেন। পাশাপাশি, তাঁর অভিযোগ, বিজ্ঞাপনে রিগানের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার ট্রাম্পের কাথে ক্ষমা চাইলেন কারনি।

একদিন ময়দান

কলকাতা পুলিশ ফ্রেন্ডশিপ কাপ ২০২৫-এর উদ্বোধন করলেন নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা। ছবি: অদিতি সাহা

শ্রেয়স আইয়ার ছাড়া পেলেন হাসপাতাল থেকে, আপাতত সিডনিতেই থাকবেন

মুম্বই, ১ নভেম্বর: ২৫ অক্টোবর ভারত- অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিং করার সময় পেটে আঘাতের পর চিকিৎসার জন্য পর শ্রেয়স আইয়ার সিডনির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সোমবার তাঁকে আইসিইউ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক বিবৃতিতে শুক্রবার নিশ্চিত করা হয়েছে যে ভারতের ওডিআই সহ-অধিনায়ক স্থিতিশীল এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন।

একটি ছোটখাটো অস্ত্রোপচার হয়েছে তার। তবে আরও মূল্যায়নের জন্য আরও কিছু দিন আইয়ার সিডনিতেই থাকবেন। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে আইয়ার সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে নিশ্চিত করে বলেন, 'আমি বর্তমানে সুস্থতার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং প্রতিদিনই সুস্থ হয়ে উঠছি। সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সমর্থন পেয়ে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে আম্পায়ারিং করবেন যাঁরা

দুবাই, ১ নভেম্বর: ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালটি মাঠে গড়াবে রবিবার (২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায়। এই ম্যাচে আম্পায়ারিং করবেন অস্ট্রেলিয়ার ইলোজ শেরিদান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জ্যাকুলিন উইলিয়ামস। আইসিসি শুক্রবার ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকা প্রকাশ করেছে।

শেরিদান ও উইলিয়ামস থাকবেন অনফিল্ড আম্পায়ারের

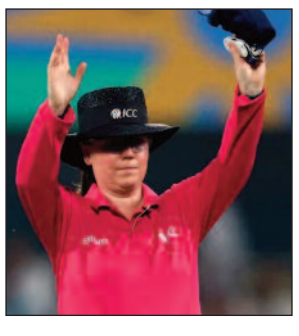

ভূমিকায়। প্রথমজন ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার সেমিফাইনালে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উইলিয়ামস ছিলেন গ্রুপপর্বে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের দায়িত্বে। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ডের সু রেডফার্নকে। শ্রীলঙ্কার নিমালি পেরেরা চতুর্থ আম্পায়ার। ম্যাচ রেফারি হিসেবে আছেন শ্রীলঙ্কার মিশেল পেরেইরা।

প্রথম ডিভিশনে ভিক্টোরিয়া ক্লাব

উচ্ছ্বসিত ক্লাবকর্তা মইন মাকসুদ

শম্ভুনাথ ভৌমিক

স্বপ্নের সওদাগর ক্রীড়া সংগঠক মঈন বিন মাকসুদ। তবে তিনি শুধু স্বপ্ন দেখায় বিশ্বাসী নন । সফলতায় বিশ্বাসী । চারবছর আগে যখন তিনি ভিক্টোরিয়া ক্লাবের দায়িত্ব নেন তখন এই ক্লাবের ফুটবল দল তৃতীয় ডিভিশন এ। তিনি কথা দিয়েছিলেন এই দলকে প্রথম ডিভিশন এ তুলবেন। চার বছর লাগলেও কথা রাখলেন তিনি। শনিবার ম্যাচ জেতার পর প্রথম ডিভিশনে উঠল ক্লাব। এবার প্রিমিয়ার ডিভিশন। মঈন বিন মাকসুদ ধন্যবাদ জানান ক্লাবের খেলোয়াড়, কোচ ও আধিকারিকদের স্বপ্ন সফল হওয়ার জন্য।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SHORT QUOTATION NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Quotation No: NM/PHCT/NIQ-5e/2025-26
ID: 2025_MAD_936337_1
Last Date of receiving application **10-Nov-2025 02:00 PM.** N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/ABPS/NIT-063e/2025-2026.Tender ID:-2025_MAD_913102_1.Type of Work:-** Construction of Cement Conc Drain. Bid Submition End Date:- **20-11-2025 at 04:55 PM**. Bid Open Date:-**24-11-2025 at 10:00 AM**. **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in Working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
SD/-
Chairman
Nabadwip Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER
e NIT No.: Bil-II/112/APAS/2025 (Sl No - 1 to 6)
The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 5 (Five) Nos. work under APAS fund. Bid submission closing (online): **24.10.2025 up to 14:00 Hrs.** For details information/ downloading/uploading etc. may visit the website: **http://etender.wb.nic.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Bilkanda-II GP

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of Drain in different booth at ward no-11 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference: WBMAD/NIeT/205/BM/2025-26/APAS
Date: 01.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_936157_1, 2025_MAD_936157_2
1. Bid Submission Start date: **01.11.2025 at 6.55 PM.** 2. Prebid meeting date: **10.11.2025 at 02.00 PM.** 3. End date: **22.11.2025 at 10.00 PM.** 4. Bid opening date: **24.11.2025 at 10.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Drain in different booth at ward no-13 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference: WBMAD/NIeT/206/BM/2025-26/APAS
Date: 01.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_936190_1. 2025_MAD_936190_2, 2025_MAD_936190_3, 2023_MAD_936190_4, 2025_MAD_936190_5, 2025_MAD_936190_6, 2025_MAD_936190_7, 2025_MAD_936190_8.
1. Bid Submission Start date: **01.11.2025 at 6.55 PM.** 2. Prebid meeting date: **10.11.2025 at 02.00 PM.** 3. End date: **22.11.2025 at 10.00 PM.** 4. Bid opening date: **24.11.2025 at 10.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
(1) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-34/2025-2026 Memo No:-2648/PWD /BM/2025-2026, Dated-24.09.2025
Name of the Work:-22 (Twenty Two) Sl. Nos. 1-22 22 Nos. Upgradation of CCRoad work in different location of Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 19.11.2025, at 3 PM, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
(2) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-35/2025-2026 Memo No:-2649/PWD /BM/2025-2026, Dated-24.09.2025
Name of the Work:-17 (Seventeen) Sl. No. 1-17 17 Nos. Upgradation of CC Road work in different location of Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 20.11.2025, at 9 AM, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
(3) WBMAD/ULB/BM/PWW/APAS/NIT-36/2025-2026 Memo No:-2650/PWD /BM/2025-2026, Dated-24.09.2025
Name of the Work:-12 (Twelve) Sl. No. 1-12 12 Nos. Upgradation of CC Road work in different location of Bolpur Municipality.Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in Last Date-of Submission 20.11.2025, at 9 AM for details see Bolpur Municipality
Sd/-Chairman
Bolpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Due to some unavoidable circumstances the last date of submission, Technical Bid opening date of **NIeT No. WBMAD/NIeT/201/BM/2025-26/APAS, dated 30.10.2025 (Tender ID- 2025_MAD_934254_1, 2025_MAD_934254_2, 2025_MAD_934254_3, 2025_MAD_934254_4)** has been changed as **22.11.2025** & **24.11.2025** instead of **18.11.2025** & **20.11.2025**. All other Terms & Conditions & criteria are remaining unchanged. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

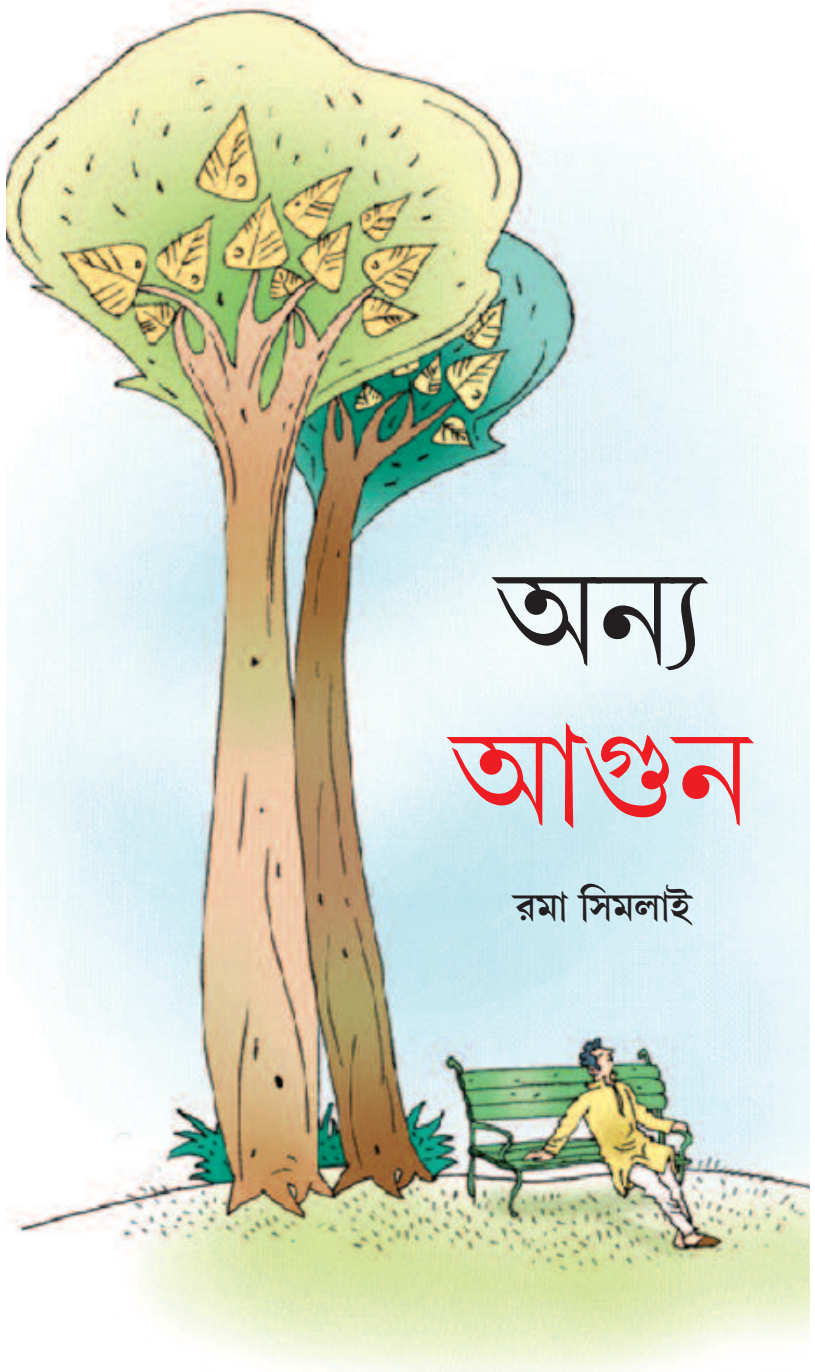

অন্য আগুন

রমা সিমলাই

এলোমেলো ভাবে হাঁটতে হাঁটতে পার্কের প্রায় শেষে এসে থমকে দাঁড়ায় সৌরদীপ। এতক্ষণে খেয়াল হয়, পা'টা বেশ টনটন করছে। আর হবে নাই বা কেন, সকাল থেকে দৌড়ঝাঁপ তো কম যায়নি। রাতও বেশ গড়িয়ে গিয়েছে, তাই লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। কাঠের চেয়ারটার ওপর ধপ করে বসে পড়লো সৌর। পায়ের সঙ্গে কোমরটা টনটনিয়ে উঠল। শেষ অক্টোবরেও সারা শরীর জ্যাবজ্যাব করছে ঘামে। একটু হাওয়া দিল বোধহয়, বেশ আরাম লাগছে। কিন্তু সে তো শরীরের। গলার কাছটায় আবার একটা ঘুসঘুসে কান্না দলা পাকাচ্ছে। নিজের কাছে কি একটু একটু করে অপরাধী হয়ে উঠছে একবগ্গা জেদী সৌরদীপ! নিজেকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টায় ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দিকে ঘাড় ফেরায়। প্রত্যেকটি জানলা থেকে নতুন নতুন গল্প নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল আলো। একটু বেশিই উজ্জ্বল, চোখ সরিয়ে নেয় সৌরদীপ। দেখতে দেখতে পাড়াটা একদম বদলে গেল। বঙ্কুদের বাড়ি, সুহাসদা'র বাড়ি আর সৌরদীপের নিজের বাড়িটি ছাড়া প্রায় সবকটা বাড়িই প্রোমোটারদের খপ্পরে। ভাগ্যিস বঙ্কুদের বাড়িটা এখনও ফ্ল্যাট হয়ে যায়নি, তাই বঙ্কুই প্রথম চিৎকার করেছিল ধোঁয়া দেখে, ফ্ল্যাট হ'লে হয়তো চোখেই পড়ত না কারোর। আবার সচেতন হয় সৌরদীপ। কিছুতেই বেরোতে পারছে না সকালের ঘটনাটা থেকে। সব চেষ্টাকৃত অন্যমনস্কতাই গলার কাছে গিয়ে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। পকেট থেকে ন্যাতানো রুমাল বের করে মুখটা মোছে সৌরদীপ ওরফে সৌর। হ্যাঁ, পাড়ায় হাতে গোনা যে কয়েকটি পুরনো লোক আছে, তারা এ নামেই ডাকে তাকে।

সৌর প্রতিষ্ঠিত, সুপুরুষ, আধুনিক-মনস্ক। বউ তাকে 'সৌর' বলে ডাকবে, এটুকু তো চাইতেই পারে। হোক না সে বাবা-মায়ের দেখে দেওয়া ছাঁদনাতলার থ্রু ঘরে আসা বউ। না, কিছুতেই মন্দিরা তাকে নাম ধরে ডাকতে পারেনি। এমনকী, ছেলের ইচ্ছে বুঝে সৌরর মা যখন নিজের থেকে বলেছিলেন, 'তা বাপু, ওর যখন ইচ্ছে, তখন না হয় ডেক।' কিন্তু কিছুতেই না। অথচ, ও তো তেমন অশিক্ষিত গ্রাম্য ছিল না। আসলে জেদ, বা নিজে ভাবত, তার থেকে একচুলও সরানো যেত না। শুধু কি তাই, অফিস-পার্টিগুলো! একবার, মাত্র একবার অনেক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে গিয়েছিল সৌর। আসলে, মন্দিরাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে বেশ গর্বিত হ'ত সৌর। আর হবে নাই বা কেন, অমন রূপ, শিক্ষা, গুণ অন্য কোনও বন্ধুদের বউদের মধ্যেই ছিল না। সব চাইতে বড় কথা হল, মন্দিরার গান। আহা, অমন গলাটি! এখনও তা স্বীকার করে সৌর।

চোখের সামনে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়িগুলো। প্রত্যেকটা জানলা দিয়ে ছুটে আসছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের নতুন নতুন গল্প। কোনওটা মৃদু সুখের গল্প, তো কোনওটা তীব্র অসুখের। কোনওটা জেগে থাকা দাম্পত্য, তো কোনটা ভয়ে আলো না-নেভানো নিঃসঙ্গ কোনও বৃদ্ধার একলা রাতের অবধারিত চোখের জল! আবার কেমন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ! একমুহূর্তে সচেতন হয়ে ওঠে সৌর। কিছুতেই পোড়া গন্ধটা যাচ্ছে না নাক থেকে। হঠাৎই চোখে পড়ে আঙুল থেকে কখন পড়ে গিয়েছে সিগারেটটা। আর তাতেই পুড়ে যাচ্ছে পায়ের কাছে পড়ে থাকা দু'-একটা টুকরো কাগজ। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে পা দিয়ে আগুনটা পিষে দেয় সৌর। বঙ্কুর চিৎকারটা পোড়া গন্ধ বেয়ে যেন আবার উঠে এল, 'সৌর, এত ধোঁয়া কেন রে—'!

ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল মন্দিরা। সৌর'র রেগুলার ড্রিঙ্কস্ নেওয়া, লেট নাইট পার্টি, বেশ কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে কখনও কোনওরকম প্রতিবাদ জানায়নি। এমনকী নিত্য নতুন বান্ধবী নিয়ে বাড়ি ফেরাতেও। অথচ, তৃণা বা সহেলীকে বাড়ি নিয়ে আসার পিছনে মন্দিরাকে উত্যক্ত করা ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু, ফল হয়েছিল উলটো। চুপচাপ হয়ে যাওয়া মন্দিরা নিজের স্কুল, বাড়ির কাজকর্ম আর ছেলে আদিত্যকে নিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে নিয়েছিল। সৌর অপমানিত বোধ করেছিল, রক্তাক্ত হয়েছিল, কিন্তু নিজে থেকে সেই বৃত্তের দেওয়াল ভাঙার কোনও চেষ্টাই করেনি। দূরত্ব বেড়েছিল অবধারিতভাবেই। শোওয়ার ঘরটাও আলাদা হয়ে গিয়েছিল কখন যেন! আর মজার ব্যাপার তো এটাই, সৌর'র মা মলিনা কিন্তু এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বউমার। অভিমানে-ক্ষোভে কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল সৌর। হ্যাঁ তাই-ই! মলিনা মারা যাওয়ার পর, আদিত্য যখন ঘোষণা করল যে, এবার থেকে সে আলাদা শোবে, আঁতকে উঠেছিল মন্দিরা। কিন্তু, অনায়াসে বারো বছরের ছেলের এই লায়েক হয়ে ওঠাকে সমর্থন জুগিয়েছিল সৌর। শুধুমাত্র এটা জেনেই যে, মন্দিরা কোনওদিন একা শুতে পারে না। না, সেবারও প্রতিবাদ করেনি মন্দিরা। শুধু একা হয়ে যাওয়া রাতগুলোকে বিছানা নয়, ঘুম নয়, গল্পের বই উপহার দিয়েছিল। রাত জেগে বই পড়ত, আর বিজাতীয় আনন্দে ভরে যেত সৌর।

একই ভাবে বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গিয়েছে। হাতের তালুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পা দুটো জোরে জোরে মাটিতে আছড়ায়। তবে বাড়ি যাওয়ার কোনও তাগিদই অনুভব করে না সৌর। একবার আদিত্যকে ফোন করার কথা মনে হয়, পরক্ষণেই তেতো হয়ে যায় ভেতরটা। না, একদম না। খুব স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে ছেলেটা। আর হবে নাই বা কেন, শরীরে তো তার নিজেরই রক্ত বইছে! অন্ধকারে একা, আয়না ছাড়াই নিজের মুখটা এই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠে সৌর! সে কি নিজেকে নিজে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে! সব দোষ কি তারই! মন্দিরা কি কোনওদিন সৌরর জন্মদিনটা মনে রাখতে পেরেছে বা রাখার চেষ্টা করেছে? সৌর চাইত, খুব চাইত, জন্মদিনের প্রথম শুভেচ্ছাটা মন্দিরাই জানাবে। ইচ্ছে করত, সক্কাল সক্কাল একটা বুদ্ধিদীপ্ত নির্ভেজাল চুমু, আর সেটা শুধু মন্দিরার ঠোঁট থেকেই! না, কোনও আবেগঘন মুহূর্ত বা শরীরী রূপকথা দিয়ে কখনোই তাকে ভরিয়ে দেয়নি মন্দিরা। এটাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা ছাড়া আর কি বলবে সে! কেমন একটা শান্ত নিবিড় দিঘির মতো। ঢেউ চেয়েছিল সৌর, অন্তহীন ঢেউ, তাতে ভেসে যাবে সে একা। মন্দিরা অবশ্য বহুবার স্বীকার করেছে যে, ওর বাড়িতে জন্মদিন ব্যাপারটা তেমনভাবে কখনওই পালন করা হ'ত না। তাই মনে থাকে না। সৌর এটাকে কখনোই যুক্তিগ্রাহ্য মনে করেনি।

বড় মশার উৎপাত হয়েছে এখানে। চটাস করলে একসঙ্গে চার-পাঁচটা করে মরছে। অন্য সময় হলে এখানে বসার কথা ভাবতেই পারত না সৌর। দু'-চারটে কুকুর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। পোড়া গন্ধটা আবার ফিরে এল। গুলিয়ে উঠছে গা।

আদিত্য চলে যাওয়ার পরপরই মন্দিরা আর তার ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কে করেছিল, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে নির্ঘাৎ সে নিজেই করেছে। মনে মনে নিজেকে দোষারোপ করে সৌর। মন্দিরা শুধু মেনেই নিতে শিখেছিল সারাজীবন! যা কিছু চাপিয়ে দেওয়া হত, সবকিছুর সঙ্গেই আপোষ করে নিত মন্দিরা।

রজনীগন্ধা খুব ভালোবাসত সৌর! বাজার থেকে রজনীগন্ধা কিনে আনত প্রায়-প্রায়ই, আর সেটা কি না ফুলদানিতে রাখতেই ভুলে যেত মন্দিরা! ভুলে যেত? না কি উদাসীনতা? উপেক্ষা? নিজের জন্য হন্যে হয়ে যুক্তি খোঁজে সৌর। কিন্তু, আজ হলটা কি! আজ কেন মনে হচ্ছে, বাড়ি সামলে, স্কুল সামলে, সৌরর নিজের বায়নাক্কাও তো কিছু কম ছিল না, সেগুলো সামলে হয়তো ভুলেই যেত! আর যদি বা উপেক্ষাই ছিল, সেটা কি সত্যিই এতটা গুরুতর ছিল, যার জন্য সারাজীবন ধরে তিলতিল ক'রে এত ভয়ানক শাস্তি দিয়ে গিয়েছে সে মন্দিরাকে! আদিত্যর সমস্তরকম বদমাইশিকে সারাজীবন সাপোর্ট করে গিয়েছে শুধু মন্দিরাকে খানখান করে দেবে বলে! আজ আদিত্য যে দুর্যোধন হয়ে উঠেছে, তার জন্য সে নিজেই ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়েছিল, সারাজীবন। আচ্ছা, মন্দিরা কেন অন্যান্যদের মতো চেঁচামেচি করত না! কোথায় পেত সে এই সহ্যক্ষমতা! সৌর'র বউভাগ্যে তার বন্ধুবান্ধবরা সবাই ঈর্ষান্বিত ছিল। তা সত্ত্বেও দু'জনের ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আজ বঙ্কুর চিৎকারে যখন দরজা খুলে ছুটে গেল সৌর, (হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল, দরজাটা তার দিক থেকেই বন্ধ ছিল, মন্দিরার দিক থেকে নয়), ঠাকুরের কাছে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল মন্দিরা। ধূপ থেকেই বোধহয় আগুন লেগে গিয়েছিল গায়ে। সারা শরীর জুড়ে আগুন! হৈহৈ করে এসে পড়ছিল বঙ্কু আর পাড়ার ছেলেরা। আগুন নেভানোর একটা চেষ্টা! মন্দিরার ঝলসানো শরীরটা! সৌরর অনুভূতি কোনও কাজ করছিল না। অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকল, কারা ওকে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে গেল, সবটাই ঝাপসা! ধাক্কাধাক্কিতে ফুলদানিটা টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। অনিবার্যভাবে চোখে পড়ে গেল সৌরর, টাটকা কিছু রজনীগন্ধা! শরীরটা তোলা যাচ্ছিল না। অথচ, জ্ঞানটা ছিল! একটুও কোনও আওয়াজ ছিল না মুখে! শুধু তাকিয়েছিল। ও কি দেখতে পেয়েছিল সৌরকে! দেখার মতো অবস্থায় কি ছিল ওর দৃষ্টি!

কতক্ষণ মেঝেতে বসেছিল সৌর, ওর নিজেরও মনে নেই। অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে যাওয়ার জন্য কেউ তাকে ডাকেনি! ওরা কি বুঝে গিয়েছিল কোনওভাবে, মন্দিরার সঙ্গে সারাজীবন ধরে অন্যায় করে যাওয়া সৌরর আসল চেহারাটা! না না, তা কী করে হবে! নিজেকে আশ্বস্ত করে সৌর!

রজনীগন্ধাগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল সৌর। জড়ো করে রেখেছিল মেঝেতেই। তারপর ধীরে ধীরে উড়ে দাঁড়িয়েছিল টেবিলটা ধরে, আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল টেবিলের ওপর খোলা রাইটিং প্যাডটা! সাদা পাতায় কয়েকটা শব্দ—

'আজ তোমার জন্মদিন! ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ডানায় চাপিয়ে কিছু শুভেচ্ছা পাঠালাম। জানি না, বন্ধ দরজার ওপারে পৌঁছোবে কি না!'

চমকে উঠল সৌর! আজই তো ১৮ অক্টোবর! সৌরর জন্মদিন! একদম ভুলেই গিয়েছিল সে! কিন্তু এটা কি! কবিতা! জন্মদিনের শুভেচ্ছা! এত সুন্দর করে! গোপনে কি কবিতা লিখত মন্দিরা! কখনও জানতেই পারেনি সে! ঝাপসা হয়ে আসে সৌরর চোখদুটো! আবার সে বসে পড়ে মেঝেতে।

আবার ফিরে আসে বঙ্কু। টেনে তোলার চেষ্টা করে সৌরকে। উঠে দাঁড়ায় সৌর। নীচে নেমে আসে বঙ্কুর সঙ্গে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেটে। উঠে বসে। পৌঁছোয় নার্সিংহোমে। পৌঁছতে চায় মন্দিরার কাছে। সম্ভব হয় না। পুলিশ, ডক্টর, পেশেন্ট সবকিছু ছাপিয়ে একটা বীভৎস পোড়া গন্ধ! দূর থেকে দেখতে পায়, পুলিশ অফিসার ঝুঁকে আছে মন্দিরার প্রায় মুখের ওপর! ডক্টরেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে...! আবার কেমন অন্ধকার হয়ে আসে সৌরর চারদিকটা!

এগিয়ে আসছে পুলিশবাহিনী! সৌরর গা গুলিয়ে ওঠে! ওরা কি তাকে অ্যারেস্ট করতে আসছে! নিজেকে কোনও কারণ ছাড়াই কেমন খুনি খুনি মনে হয়! 'আপনি কি একটু জল খাবেন, মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়?' পুলিশ অফিসারের গলায় যেন একটু করুণার ছোঁয়া! সৌর কিছু বলে না! তাকিয়ে থাকে! 'ধূপকাঠি থেকেই আগুন লেগে গিয়েছে। জানি, আপনি ঘরে ছিলেন না।' অফিসার আরও কিছু বলে চলেন, ঠোঁট নাড়া দেখতে পাচ্ছিল শুধু সৌর! মন্দিরা শেষ মুহূর্তেও তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। এ ব্যাপারে তার বিন্দুবিসর্গ দোষও ছিল না। কিন্তু মন্দিরার স্টেটমেন্ট না পেলে, পুলিশ হ্যারাস তো করতই তাকে!

একবার মাত্র মন্দিরার বেডের কাছে গিয়েছিল সৌর। কয়েক মুহূর্ত মাত্র! আঁতকে উঠে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। শরীরের নীচের দিকটা মারাত্মক ভাবে পুড়ে গিয়েছিল। 'এইট্টি পার্সেন্ট বার্ন কেস, চান্স নেই বললেই চলে' ডক্টরের গলায় একটা নিস্তেজ উদ্বেগ নেমে এসেছিল।

বঙ্কুরা নার্সিংহোমেই আছে। সৌরর মনে হল শেষবারের মতো একবার যাবে ওখানে। একবার মন্দিরার পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে! উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। পা দুটো কাঁপছে! পুরো শরীরটা ভিজে গিয়েছে ঘামে। চোখের ওপর ধীরে ধীরে একটা-একটা ক'রে নিভতে থাকে সামনের ফ্ল্যাটবাড়িটার জানলাগুলোর আলো। আবছা একটা অন্ধকার! পাশে রাখা ফোনটা রিনরিন করে ওঠে। ঘোলাটে চোখ দুটোতে কষ্ট করে হলেও বুঝতে পারে সৌর, ফোনটা নার্সিংহোম থেকেই।

নার্সিংহোমে যাওয়ার পথটা আর কখনও ফুরোবে না, এ কথাটা বুঝে নিয়ে কাঠের চেয়ার থেকে শরীরটাকে নামিয়ে এনে মাটিতে পেতে দিল সৌর! নিভে গেল ফ্ল্যাটবাড়িটার শেষ জানলার আলো।

থোকা থোকা অন্ধকার সৌর-র শরীরটাকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করল পরম মমতায়! ■

রাঘোপুরে ক্রমশ বদলাচ্ছে সমীকরণ, বিজেপি শিবিরে রাকেশ রওশন

বিহার, ১ নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাঘোপুর আসনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বহু বছর ধরে এই আসন ছিল বিরোধী নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবের শক্ত ঘাঁটি। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। বিজেপি ও এনডিএ এই কেন্দ্রে জয়ের লক্ষ্যে জোর কৌশলে নেমেছে। গত শনিবার, লোজপার প্রাক্তন প্রার্থী রাকেশ রওশন আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন। পাটনার এক সভায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং অন্যান্য নেতাদের উপস্থিতিতে তাঁকে সদস্যপদ দেওয়া হয়। এরপরই দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এবার রাঘোপুরে তেজস্বীর জয়রথ থামাতেই সক্ষম হবে এনডিএ।বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানান, 'রাকেশ রওশনের সংযুক্তিতে এনডিএ-র অবস্থান অনেকটা মজবুত হয়েছে। তিনি অতীতে তিন বার নির্বাচন করেছেন এবং প্রতিবারই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট পেয়েছেন। তাই এবার রাঘোপুরে ফল বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।'

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের নির্বাচনে তেজস্বী যাদব প্রায় ৯৭ হাজার ভোটে জয়ী হলেও তখনও রাকেশ রওশন ছিলেন তৃতীয় স্থানে। এবার তিনি শিবির বদল করা মাত্রই তৃণমূল ভোটের সমীকরণ বদলে যাওয়ার আভাস মিলছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রতি মানুষের অসন্তোষের কারণে বহিরাগত শক্তি লাভবান হতে পারে।এদিকে, নির্বাচন ঘিরে বিধানসভা কেন্দ্রজুড়ে জোর প্রচারাভিযান চলছে। বিজেপি ভোটারদের কাছে গিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুফল তুলে ধরছেন। বিশেষত, প্রধানমন্ত্রী মোদির রোড শো ও একাধিক নির্বাচনী সমাবেশ ঘিরে বিজেপি শিবিরে বাড়তি উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।আগামী কয়েকদিনে জেলায় আরও কয়েকটি বড় জনসভা ও কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। এই নতুন পরিস্থিতিতে, তেজস্বী যাদবের রাঘোপুরে তৃতীয়বার সাফল্য ধরা দেবে, নাকি নতুন জোটে পাল্টে যাবে ইতিহাস, এখন তারই অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল।

নির্বাচনের আগে নীতীশের ভিডিও বার্তা, লালুর জমানাকে কড়া আক্রমণ

পাটনা, ১ নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগ মুহূর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার একটি হৃদয়গ্রাহী ভিডিও প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি ২০০৫ সালের আগের লালু প্রসাদ যাদবের শাসনামলাকে 'জঙ্গলরাজ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং নিজের সরকারের সাফল্যের তালিকা বিবৃত করেন। নীতিশ রাজ্যের অধিবাসীদের অনুরোধ করেছেন এনডিএকে পুনরায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে।ভিডিওতে নীতিশ জানিয়েছেন, তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা পঙ্গপাল গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। হিন্দু-মুসলিম, উচ্চবর্ণ-অল্পপদস্থ, দলিত-অতি দলিত সকলের জন্য সরকারি প্রকল্প চালানো হয়েছে। নিজের পরিবার কিংবা নিকটজনদের জন্য তিনি কিছু করেননি, বরং সম্পূর্ণভাবে বিহারের উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত ছিলেন।ভিডিওর মধ্যে নীতিশ ২০০৫ সালের পূর্বের পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তখন বিহারবাসী বিনা লজ্জায় বিহারি পরিচয় লুকিয়ে রাখত। সেই সময় রাজ্যে অপরাধ ও দুর্নীতি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, যা রাজ্যের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করেছিল। তাঁর মতে, লালুর শাসনামলে রাজ্যের অবস্থা 'জঙ্গলরাজ'-এর চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।আজ বিহারি পরিচয় একটি গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে, বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে রাজ্যে সড়ক-বিদ্যুৎ-শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। উন্নয়নের এমন গতি যে বিহার এখন সারাদেশে একটি শুভদৃষ্টান্ত।নীতিশ আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে এনডিএ সরকারের সমন্বয়ে রাজ্যের উন্নয়ন দ্রুততর হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর সুবিধা সরাসরি রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছাচ্ছে। শুধুমাত্র এনডিএই যোগ্য বিহারকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।ভিডিওর শেষাংশে নীতিশ কুমার বিহারবাসীকে অনুরোধ জানান, গতকাল ২০০৫ সাল থেকে তার প্রতি আস্থা রেখে তিনি কাজ করতে পেরেছেন। ভোট দিয়ে পুনরায় সরকারকে দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের মাথা উঁচু রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রোহতাসে গুলিতে আহত তিন যুবক, নির্বাচনী উত্তাপে আইনশৃঙ্খলায় উদ্বেগ

রোহতাস, ১ নভেম্বর: বিহারের রোহতাস জেলায় নির্বাচনের আবহে দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া কার্যক্রমের কারণে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই জন যুবকের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে।সাসারামের নগর থানার লম্বেদার সত্তেদার গেট এলাকায় ঘটে ঘটনাটি। আহত যুবকদের মধ্যে রয়েছে প্রিয়াংশু পাঠক ও হিমাংশু, যারা বর্তমানে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের তথ্য মতে, আহতদের হাতেও গুলির আঘাত লেগেছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানা যায়, আহতরা কুম্বাউ থেকে আসছিলেন, তখন ফজলগঞ্জ এলাকার তিন যুবক ওভারটেক করে আটকে গুলি চালায়। পূর্বের বিরোধ ক্রমশ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণ বলে পুলিশ মনে করছে। এর আগেও শুক্রবার রাতে শিবসাগর এলাকায় এক রেস্তোরাঁয় নিয়ন্ত্রণরোধের ঘটনায় এক ওয়েটারকে গুলি করা হয়, সেই ঘটনার পর পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।জেলা প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থানে রয়েছেন এবং সরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো খামতি রাখা হয়নি বলে দাবি করছে।

এই নির্বাচন নির্ধারণ করবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ: অমিত শাহ

গোপালগঞ্জ, ১ নভেম্বর: বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আজ রাজ্যজুড়ে 'সুপার স্যাটারডে' পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আজ তিনটি বড় জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন, আর প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ছয়টি সভায় প্রচার করবেন। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব আজ ১৭টি জনসভায় বক্তব্য দেবেন। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয় গান্ধীও আজ থেকে প্রচারে নামছেন। গোপালগঞ্জে ভাষণে অমিত শাহ বলেন, 'এই নির্বাচন ঠিক করবে বিহারের ভবিষ্যত। রাজ্য কি জঙ্গলরাজের শাসনের দিকে যাবে, নাকি নীতিশ- মোদির যুগে উন্নতির পথে এগোবে। ২০০২ সালের পর থেকে গোপালগঞ্জের মানুষ আরজেডিকে জেতাতে দেননি, এবারেও সেই ধারা বজায় রাখতে হবে।' অন্যদিকে, রাঘোপুর আসনে বিজেপির প্রার্থী স শ কুমারের সমর্থনে দলের প্রাক্তন লোজপার নেতা রাকেশ রওশন এবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি ওই আসনে ভোট পেয়েছিলেন। মোকামায় দুলারচন্দ যাদব হত্যাকাণ্ডের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে, তাঁর মৃত্যু গুলির কারণে নয়, বরং শ্বাসকষ্টজনিত ফুসফুসের আঘাত ও হৃদযন্ত্র বিকলতায় ঘটেছে। রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝে, কংগ্রেসের প্রিয়ঙ্কা গান্ধী অভিযোগ করেছেন, এনডিএ সরকার এখনও চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেনি। আর তেজস্বীর সমর্থকরা বলছেন, নীতিশ সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে যথেষ্ট উন্নয়ন করেনি এবং তেজস্বীর প্রচার তাৎক্ষণিক সুফল দিচ্ছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিড়াগ পাসোয়ান আশা প্রকাশ করেছেন যে এনডিএ এবার বিধানসভায় শক্তিশালী সরকার গঠন করবে। অন্যদিকে, বিরোধীরা প্রশাসনিক দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। বিহার রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ চড়ানো এই নির্বাচন আগামী কয়েক সপ্তাহ রাজ্যের ভবিষ্যতের রূপরেখা আঁকবে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।